আশি লক্ষাধিক শিশু এখনও স্কুলের বাইরে : শিক্ষামন্ত্রী

সংবাদ সংকলন : গত বছরের ১ এপ্রিল দেশে চালু হয়েছিল শিক্ষার অধিকার আইন। এ বছরের ৩১ মার্চ এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এই আইন অনুসারে ৬-১৪ বছর বয়সী সব শিশুর স্কুলে যাবার কথা। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় সাড়ে আঠারো কোটি শিশু বুনিয়াদি ও উচ্চ-বুনিয়াদি শিক্ষার আওতায় এলেও সারা দেশে এখনও ৮১ লক্ষ ৫০ হাজার ৬১৯ (৬-১৪ বছর) জন শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ৭ লক্ষ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কপিল সিব্বল জানিয়েছেন, গত এক দশকে সাক্ষরতার হার বেড়েছে এবং তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন যে ২০২০ সালের মধ্যেই গোটা দেশ সাক্ষর হবে। তবে সর্বাগ্রে এই ৮১ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

মে-জুন ও জুলাই-আগস্ট ২০১১ সম্মিলিত সংকলন

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

শিশুশ্রম : সময় এসেছে এবার সরবে ‘না’ বলার

২০১১ সালের জনগণনায় সারা দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা কত এখনও জানা হয়ে ওঠেনি, তবে এটা আমাদের সকলেরই জানা যে ২০০১ সালের জনগণনায় সংখ্যাটা ছিল ১,২৬,৬৬,৩৭৭। ইতিপূর্বের জনগণনাগুলির তথ্য বলছে - ১৯৭১-এ সংখ্যাটা ছিল ১,০৭,৫৩,৯৮৫, ১৯৮১-তে বেড়ে হয় ১,৩৬,৪০.৮৭০ এবং তা কিছুটা কমে ১৯৯১-তে এসে হয় ১,১২,৮৫,৩৪৯। ২০০১-এর পর দেশে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি যে প্রায় সওয়া এক কোটি শিশুশ্রমিকের সংখ্যায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় শিশুশ্রমিকরা বেশ ভাল সংখ্যাতেই আছে, যেমন অতীতে ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের এক বিশাল সংখ্যক শিশু আর কতকাল শৈশব থেকে বঞ্চিত থাকবে? এখনও কি সময় আসেনি সরবে ‘না’ বলার? (রাজ্য-ওয়াড়ি শিশুশ্রমিকের সংখ্যা - ১০ পাতায়)

বিয়ে ভেঙে দিয়ে তিন কন্যা পড়তে চায়

সংবাদ সংকলন : গায়ত্রী রাজভড়, ববি রাজভড় ও সঙ্গীতা বাউরি - পুরুলিয়ার লাগদা গ্রামের এই তিন কন্যা নিজেদের বিয়ে ভেঙে দিয়ে সম্প্রতি সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। গত ৪ জুলাই রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর আমন্ত্রণে তারা রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করে। তারা জানায় এখন তারা বিয়ে করতে চায়না, পড়তে চায়।

শিশুদের করা সমীক্ষায় ফুটে উঠেছে বিদ্যালয়ের দুরবস্থার চিত্র

আমাদের দেশের স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির ইনফাস্ট্রাকচার কেমন, তা জানতে সম্প্রতি একটি বেসরকারি সমীক্ষায় দেখা গেছে ছ'টি রাজ্যের মাত্র ১০ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও ১৮ শতাংশ স্কুলে প্রকৃত অর্থে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়। যে তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ইনফাস্ট্রাকচার বিচার করা হয়েছে সেগুলি হল- বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় কিনা, নিরাপদ পাকা বাড়ি এবং ছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগার আছে কিনা। সমীক্ষাটির বৈশিষ্ঠ, কুড়ি হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের নিজেদের স্কুল ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। সমীক্ষাটি *ওয়াদা না তোড়ো অভিযান*, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া ও ন্যাশনাল কোয়ালিশন ফর এডুকেশন দ্বারা পরিচালিত। ■ **হিমাংশী খাওয়ান, নয়া দিল্লি, ৭ মে ২০১১**

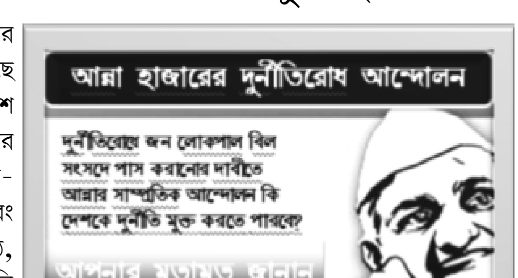

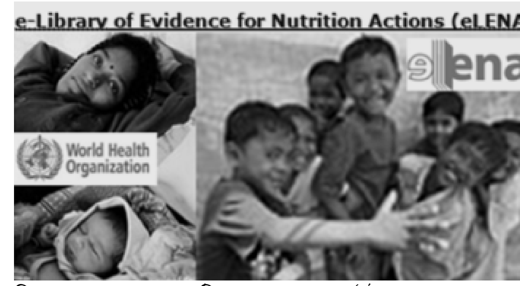

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি নতুন ওয়েবসাইট (ELENA) চালু করেছে। বিশ্বব্যাপী শিশুদের অপুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য এতে পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যকর্মীরা অপুষ্টিরোধে গাইডলাইনও পাবেন এই ওয়েবসাইট থেকে।

রহিম শেখ উদ্ধার ও পুর্নবাসনে মালদা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগী ভূমিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১০ বছরের রহিম শেখ মালদা জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা। না, এটা কোন বিশেষ খবর নয়। তবে সে তার বয়সী আর পাঁচটা শিশুদের থেকে একটু আলাদা। কারণ পড়বার, খেলবার ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার তার নেই। সে একজন গৃহশ্রমিক। মালদার আবিনুল হকের বাড়িতে গত চার বছর ধরে সে কাজ করছে। মজার তথ্য হল তার মনিব পেশায় একজন শিক্ষক। শুধু কাজ নয়, ভুলের মাশুল হিসেবে রহিমের কপালে জুটত অকথ্য অত্যাচার। তবে গত ২৯ শে জুন তার চার বছরের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ঐদিন বিকেলে মারের চোটে তার শরীরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও রক্তপাত হতে থাকে। রহিম পালিয়ে আশ্রয় নেয় পাশের গ্রামের শুকুরুদ্দিনের বাড়িতে। সেই রাতেই শুকুরুদ্দিন লোকজন সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত আবেদন করতে গেলে থানা তা নিতে অস্বীকার করে। রহিম সেই রাতের মত আশ্রয় পায় শুকুরুদ্দিনের বাড়িতেই। পরদিন বৈষ্ণবনগর থানাতে গেলে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। এরপর মালদা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে রহিমকে শিশু মঙ্গল কমিটি (C.W.C.)-এর কাছে পাঠানো হয় এবং C.W.C.-এর সুপারিশ মত তাকে আপাতত হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে মালদা জেলার জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার-এর কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে। আপাতত রহিম সুরক্ষিত।

মানসীদেবী নজির গড়ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্তমান সময়ে শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে যখন তর্কবিতর্ক চলছে, তার মধ্যে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ হলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আটঘরা পূর্ব ডঃ জাকির হোসেন শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষিকা শ্রীমতি মানসী প্রামাণিক। তিনি নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভব করেন যে শুধু বই মুখস্থ না করিয়ে বিষয়ভিত্তক উপকরণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের যদি শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারা যেমন পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হবে, তেমনি পঠনপাঠনও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিনি ইঁটের গুঁড়ো, নুড়ি, পাথর, চকের গুঁড়ো, বাঁশের চটা,সাগু প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভূগোল বিষয়ে উপকরণ বা TLM তৈরি করেছেন। যেমন- গিরিখাত, নদীর উৎস ও মোহনা, মাটির বিভিন্ন স্তর, বায়ুচাপ বলয়, বিশেষ অক্ষরেখাসহ গোলক ও বিভিন্ন প্রকার বালিয়াড়ির মডেল ও বিভিন্ন অঞ্চল দেখিয়ে ভারতের ম্যাপ তৈরি করেছেন। ছাত্রছাত্রীরা এই মডেলগুলি ব্যবহার করে আগের তুলনায় বিষয়গুলি ভালভাবে বুঝতে ও মনে রাখতে পারছে।

গণতন্ত্রে সবাই সমান, তবে কেউ কেউ, এমনকী শিশুরাও, একটু বেশী সমান।

■ ওয়েবেন সংবাদ ■

সাম্প্রতিক কার্যক্রম

মুর্শিদাবাদে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের দাবিতে র‍্যালি: শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ সঠিকভাবে প্রয়োগের দাবিতে মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে গত **৯ জুন** পোস্টারে সুসজ্জিত দু'টি গাড়ি নিয়ে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালি উদ্বোধন করেন রাণীনগর ২নং চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক রবিউল হাসান। তিনি বলেন, শিশুদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আইন আছে, কিন্তু তা সঠিকভাবে প্রয়োগ নির্ভর করে জনসাধারণের সচেতনতার উপর। তিনি ওয়েবেন-এর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। রাণীনগর ডাকবাংলো মোড় থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে ডোমকল মহকুমার অন্তর্গত চারটি ব্লক, রানীনগর-১ ও ২, ডোমকল এবং জলঙ্গী পরিক্রমা করে। এই পরিক্রমার সময় বিভিন্ন স্থানে পথসভা করা হয় এবং শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে একটি প্রচারপত্রও বিলি করা হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরে প্রাথমিক শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা : গত **১৫ জুন** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লক এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে বাসন্তিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ওয়েবেন-এর রাজ্য আহ্বায়ক দীপালি নন্দী ওয়েবেন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আলোচনাসভার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। ওয়েবেন-এর রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা শিক্ষা অধিকার আইন-এর প্রতিটি ধারা বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করেন। আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নোটিফিকেশন নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভায় ৩৬ জন শিক্ষক ও ৫ জন পার্শ্ব শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করে সমর বরন ভূঁঞ্যা।

মালদহে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা : গত **২৫ জুন** মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে রথবাড়ি মোড়ে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি অফিসে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা, সংবাদমাধ্যম ও ওয়েবেন-এর ব্লক কমিটির সদস্যরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। ওয়েবেন-এর রাজ্য আহ্বায়ক রুহুল আমিন ওয়েবেন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আলোচনাসভার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত রাজ্য সঞ্চালক রাজ্যে শিক্ষা অধিকার আইন-এর অবস্থা, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন নোটিফিকেশন সিএসও (CSO)-দের ভূমিকা নিয়ে সভায় আলোকপাত করেন। সভার রাজ্য আইন ও SCPCR গঠনের দাবীতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন কলিমুদ্দিন আহমেদ।

মুর্শিদাবাদে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা: গত **২৬ জুন** মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে বহরমপুরে মহারাণী কাশিশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও ওয়েবেন-এর সদস্যরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। ওয়েবেন-এর রাজ্য সঞ্চালক, জেলা সঞ্চালক বেনহুর ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পুষ্পক পাল, ওয়েবেন-এর রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতাপ কুমার সোনার, বিশ্বনাথ দত্ত ও অনিল কুমার দাস আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় আইনটির সুষ্ঠ রূপায়ণে রাজ্য আইন ও SCPCR গঠনের দাবীতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ দাস।

পূর্ব মেদিনীপুরে খেজুরি-১ ব্লকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা: গত **২৯শে জুন** খেজুরি-১ ব্লক এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে খেজুরি দক্ষিণ চক্র অফিসে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দদের সঙ্গে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন দক্ষিণ চক্র অফিসের পরিদর্শক দিলীপ আদক মহাশয়। সভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন জেলার অন্যতম আহ্বায়ক সমর বরণ মান্না। তিনি তার বক্তব্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সহ বেশ কিছু বিষয়ে উল্লেখ করেন, যেমন-বহুস্তরীয় শিক্ষাব্যবস্থা, শিশুর সংজ্ঞা, গুণগত মানের শিক্ষাব্যবস্থা, বিদ্যালয় পরিকাঠামো, বিদ্যালয় কমিটি, বিদ্যালয়ে শাস্তি প্রভৃতি। এরপর জেলা সঞ্চালক তাপস জানা বলেন শিশুদের শিক্ষার অধিকার ও সুরক্ষার জন্য আইন থাকলেও সঠিক প্রয়োগের অভাবে শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইন থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত ফি নেওয়া অব্যাহত। এরপর খেজুরি-১ নং ব্লকের ব্লক আহ্বায়ক ঠাকুরদাস মন্ডল মহাশয় এই সভা আহ্বান করার জন্য খেজুরি দক্ষিণ চক্র, কামারদার অবর পরিদর্শককে ধন্যবাদ জানান ও তার আন্তরিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন পড়ানো ছাড়াও তাদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়, যেমন মিড-ডে-মিলের জন্য তাদের প্রচুর সময় ব্যয় হয়। শেষে তারা ওয়েবেনের আন্দোলনের সঙ্গে মহমত পোষণ করেন এবং ভবিষ্যতে ওয়েবেনের কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বলে জানান।

কর্মশালা

জুলাই ও আগস্ট মাসে দু'টি জেলা নেটওয়ার্ক স্বতন্ত্র বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করেছিল। **৭ জুলাই** পূর্ব মেদিনীপুরে আয়োজিত কর্মশালার বিষয় ছিল ওয়েবেন-এর দর্শন এবং **২১ আগস্ট** বর্ধমানে আয়োজিত কর্মশালার বিষয় ছিল Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 বা সংক্ষেপে জে.জে.অ্যাক্ট।

প্রথম কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব মেদিনীপুরে কাঁথীতে কাজলা জনকল্যাণ সমিতিতে। জেলার ১০টি ব্লকের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে সংগঠনের রাজ্য নেতা স্বপন পন্ডা বলেন, শিক্ষায় সাম্য প্রতিষ্ঠা ও শিশু সুরক্ষা ওয়েবেন-এর মূল লক্ষ্য। ওয়েবেন-এর দর্শন ব্যাখ্যায় সভ্যতার বিকাশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জ্ঞানের বিকাশ, জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ তাঁর বক্তব্যে স্থান পায়। তাঁর মতে এই লক্ষ্য অর্জনে জনমত গঠন জরুরী। আলোচনার শেষে ব্লকভিত্তিক পরিকল্পনাও তৈরি হয়।

দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় প্রেমানন্দ সোসাইটি ফর ডিসেবল্ড কার্যালয়ে। জেলার ৬টি ব্লকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্য বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতা স্বপন পন্ডা। তিনি এই আইনের প্রেক্ষাপটে ও শিশুদের ন্যায়বিচারের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করেন। Juvenile Justice Board ও Child Welfare Committee-র ভূমিকা এবং শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের হোমেরও তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যান্য সংবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত **২৯ জুন** মন ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে গুণমানের শিক্ষা বিষয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে মন ফাউন্ডেশনের পক্ষে মোহিত রনদীপ তাঁদের সংগঠনের কাজ এবং আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক দেবপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়। তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা ব্যাখ্যা করেন এবং ইউনিসেফের দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে বর্তমানে যে ওপেন বেসিক এডুকেশন শিক্ষা পদ্ধতি চলছে তার ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি এই পদ্ধতিরও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মধ্যপ্রদেশের একলব্য সংগঠনের শিক্ষা পদ্ধতি ও সেই ধাঁচটিই এনসিইআরটি-কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে জানান।

রাজ্যের বিদ্যালয় এ শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য একটি ভিশন ডকুমেন্ট (Vision Document) প্রস্তুত করতে গত ১২ জুলাই বিক্রমশীলা কার্যালয়ে একটি সভার আয়োজন হয়েছিল। আলোচনান্তে স্থির হয় অংশগ্রহণকারীদের মতামত পাওয়ার পর **২৭ জুলাই** এটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে। এই ডকুমেন্টটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্কুল শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে।

ওয়েবেন সাংগনিক রিপোর্ট : জেলা কার্যকরী পরিষদের সভা

তারিখ	জেলা	সভার স্থান	উপস্থিতি	আলোচ্য বিষয়	কয়েকটি সিদ্ধান্ত	পরবর্তী সভার স্থান/ দিন
০৯.০৭.১১	মুর্শিদাবাদ	৭৮/১, নীলমনি ভট্টাচার্য্য লেন, ইন্দ্রপ্রস্থ মোড়, বহরমপুর	জেলা কমিটির ৯ জন সদস্য এবং একজন রাজ্য সঞ্চালক	জেলা নেটওয়ার্ক-এর বর্তমান অবস্থা ও সভ্য সংগ্রহ এবং শিক্ষা অধিকার আইন-এর উপর জনশুনানীর (organised by NCPCR to be held opn 16th & 17th September, 2011) জন্য সমীক্ষা	জেলা নেটওয়ার্ক-এর অফিস পুষ্পক পালের বাড়িতে স্থানান্তরিত হল। ঠিকানা 29/2, A C Road, East, Indraparastha, PO:- Khagra, Pin - 742 103	১৮.০৭.১১
১৪.০৭.১১	উত্তর ২৪ পরগনা	স্বনির্ভর, বাদুড়িয়া	বসিরহাট (১ ও ২ নং), বাদুড়িয়া, হাবড়া (১ নং) ও স্বরূপনগর ব্লকের ইসি সদস্যরা এবং রাজ্য সঞ্চালক	জেলার কাজকর্মকে শক্তিশালী করা, ব্লক সভার আয়োজন ও জনশুনানীর (organized by NCPCR) জন্য সমীক্ষা	স্বনির্ভর-এর একটি ঘর জেলা কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং স্বনির্ভর নেটওয়ার্কের কাগজপত্র দেখাশোনার জন্য কর্মী দেবে।	BVNEWS কার্যালয়, বসিরহাট ১৮.০৭.১১
১৬.০৭.১১	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	SSDC কার্যালয়	পাথরপ্রতিমা, মন্দিরবাজার, উস্থি, কাকদ্বীপ, মথুরাপুর (১ নং), কুলপী ও কুলতলীর ইসি সদস্যরা এবং রাজ্য সঞ্চালক	জেলার কাজকর্মকে শক্তিশালী করা ও জেলা কমিটির পুনর্গঠন		
২০.০৭.১১	বর্ধমান	বিক্রমশীলা কার্যালয়, বিঘা		জেলা নেটওয়ার্ক-এর বর্তমান অবস্থা	২১ আগস্ট কাটোয়ায় জেলার ইসি সদস্যদের নিয়ে জে.জে.অ্যাক্ট বিষয়ে একটি কর্মশালা হবে।	
			এদিনের সভায় উপস্থিত কাটোয়ার প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে তাঁরা কমিউনিটি রেডিও স্টেশন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। এটি থেকে শিক্ষার অধিকার ও শিশুদের অন্যান্য অধিকারের বিষয়ে প্রচার করা হবে।			
২২.০৭.১১	হুগলী	মাখলা মুক্তধারা কার্যালয়		জেলার কাজকর্মকে শক্তিশালী করা ও জনশুনানীর (organised by NCPCR) জন্য সমীক্ষা		মাখলা মুক্তধারা কার্যালয় ২৬.০৭.১১
সভায় উত্থাপিত প্রস্তাব থেকে জানা গেছে এই জেলার সদস্যদের কাছে ওয়েবেন-এর কাজকর্ম সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট নয়।						
২৩.০৭.১১	উত্তর দিনাজপুর	সাংবাদিক ভবন, রায়গঞ্জ	৪টি ব্লক থেকে ২৩ জন সদস্য	জেলা নেটওয়ার্ক-এর বর্তমান অবস্থা	SCPCR গঠন ও শিক্ষা অধিকার আইনের রূপায়ণে State Rule তৈরির দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ব্লক থেকে পোস্টকার্ড পাঠানো হবে। এছাড়া জে. জে.অ্যাক্ট বিষয়ে একটি কর্মশালা করা হবে।	
২৪.০৭.১১	মালদহ	GBPANC কার্যালয়	৫টি ব্লক থেকে ১৫ জন সদস্য	জেলা নেটওয়ার্ক-এর বর্তমান অবস্থা	জে.জে.অ্যাক্ট বিষয়ে একটি কর্মালা করা হবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে।	

সারা দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও শিশুকন্যা নিধন চলছে

২০১১ সালের জনগণনায় সবথেকে বিস্ময়কর তথ্য হল আমাদের দেশের ৪৩১টি জেলায় শিশু লিঙ্গানুপাত পড়তির দিকে। বিশেষজ্ঞরা এজন্য ব্যাপকহারে কন্যাভ্রূণ হত্যাকেই দায়ী করছেন। আরও বিস্ময়কর তথ্য হল যেসব সম্প্রদায় কন্যাভ্রূণ হত্যার মত বর্বরতা থেকে দূরে ছিল তারাও আজ এই বর্বরতায় শামিল হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দেশের জেলাগুলির মধ্যে নিম্ন হিমাচল প্রদেশের ৪টিতে পাঞ্জাব ও চন্ডিগড়ের ১৬টিতে ও হরিয়ানার ১৫টিতে - মোট ৩৬টি জেলায় যেখানে লিঙ্গানুপাত আগেরবারে খুবই কমে গিয়েছিল সেখানে তা ২০০১-এর তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর ও নাগাল্যান্ডে লিঙ্গানুপাত ভয়ংকরভাবে নিম্নমুখী হয়েছে। বস্তুত নিম্নমুখী লিঙ্গানুপাতের ক্ষেত্রে দেশের সবথেকে খারাপ ১০টি জেলার মধ্যে ৬টিই জম্মু-কাশ্মীরে অবস্থিত। জম্মু-কাশ্মীরের ওই ৬টি জেলাতেই ১০০০ পুরুষ-শিশু প্রতি কন্যাশিশুর সংখ্যা ৯০০-এর নিচে এবং ৪টিতে কমেছে ১০০-এর উপরে - ৮৩৬ (-১৭৩), ৮৩২ (-১৭০), ৮৫৪ (-১৬৭), ৮৩১ (-১৩০), ৮৬৬ (-৮৩) ও ৮৬৯ (-৮২)। ২০০১-এর তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে সন্দেহ নেই বর্বরতার সীমা অতিক্রম করা হয়ে গেছে। উপজাতি ও মুশলিম প্রাধান্য আছে দেশের এমন ১২৫টি জেলাতেও ২০০১-এর তুলনায় লিঙ্গানুপাত কমেছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও কন্যাশিশুর হার কলকাতা সহ ১৯টি জেলার মধ্যে ৩টি (হাওড়া, কলকাতা ও পশ্চিম মেদিনীপুর) বাদে আর সবকটিতেই কমেছে। এমনকী যে পূর্ব মেদিনীপুরে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক, সেখানেও কন্যাশিশুর হার নেমে গেছে।

জনগণনায় ধরা পড়ল
রাজ্যে শিশুকন্যার হার নিম্নমুখী

পশ্চিমবঙ্গ : জনগণনা ২০০১-২০১১: জেলাওয়াড়ি শিশু জনসংখ্যা (০-৬)

জেলা	মোট			ছেলে			মেয়ে			শিশু লিঙ্গানুপাত		
	২০১১		২০০১	২০১১		২০০১	২০১১		২০০১	২০১১		২০০১
দার্জিলিং	১৮০,১৭০	-	২০৪,৬৪৩	৯২,৭২৮	-	১০৪,৩২৪	৮৭,৪৪২	-	১০০,৩১৯	৯৪৩	-	৯৬২
জলপাইগুড়ি	৪৪৫,০২৫	-	৫২১,২৮৭	২২৮,৩৮১	-	২৬৪,৭০৬	২১৬,৬৪৪	-	২৫৬,৫৮১	৯৪৯	-	৯৬৯
কোচবিহার	৩৩২,৩৫৫	-	৩৮৭,১৩০	১৭০,৫৯৮	-	১৯৭,১১৮	১৬১,৭৫৭	-	১৯০,০১২	৯৪৮	-	৯৬৪
উত্তর দিনাজপুর	৪৬৯,৯৭১	-	৫১৩,২৬৬	২৪১,৫৪৭	-	২৬১,২০২	২২৮,৪২৪	-	২৫২,০৬৪	৯৪৬	-	৯৬৫
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৭৮,৩৭৪	-	২৪৬,০৩৪	৯১,৫৬৪	-	১২৫,১৫৭	৮৬,৮১০	-	১২০,৮৭৭	৯৪৮	-	৯৬৬
মালদহ	৫৯০,২৩৭	-	৬৩৯,৯০৪	৩০৩,৫৪০	-	৩২৫,৮৮৮	২৮৬,৬৯৭	-	৩১৪,০১৬	৯৪৫	-	৯৬৪
মুর্শিদাবাদ	৯৭৯,৬৬৫	-	১,০৪৪,৫৩৪	৪৯৯,০৪০	-	৫২৯,৭৯৬	৪৮০,৬২৫	-	৫১৪,৭৩৮	৯৬৩	-	৯৭২
বীরভূম	৪৩৩,১৮৬	-	৪৮৮,১৯৩	২২১,৮৭৭	-	২৪৮,৫৯৯	২১১,৩০৯	-	২৩৯,৫৯৪	৯৫২	-	৯৬৪
বর্ধমান	৭৮৮,৫৮২	-	৯০৩,৪৩৮	৪০৫,০৫৭	-	৪৬১,৮৪৩	৩৮৩,৫২৫	-	৪৪১,৫৯৫	৯৪৭	-	৯৫৬
নদীয়া	৫০৫,৯৯৫	-	৬০৬,৩৯৫	২৫৮,৮৫৩	-	৩০৭,৫৮০	২৪৭,১৪২	-	২৯৮,৮১৫	৯৫৫	-	৯৭২
উত্তর ২৪ পরগনা	৯০২,৬৪৪	-	১,০৫৪,৩৩৮	৪৬৩,৫০২	-	৫৩৮,৬১২	৪৩৯,১৪২	-	৫১৫,৭২৬	৯৪৭	-	৯৫৮
হুগলী	৫০৪,৬৬০	-	৬০৩,২৫৮	২৫৯,২৭৭	-	৩০৯,১৪১	২৪৫,৩৮৩	-	২৯৪,১১৭	৯৪৬	-	৯৫১
বাঁকুড়া	৪০৫,৪০১	-	৪৫৮,৮৮২	২০৮,৬৩২	-	পাওয়া যায়নি	১৯৬,৭৬৯	-	পাওয়া যায়নি	৯৪৩	-	৯৫৩
পুরুলিয়া	৩৯৩,৫৬২	-	৪০৮,৮০৩	২০২,১৬৫	-	পাওয়া যায়নি	১৯১,৩৯৭	-	পাওয়া যায়নি	৯৪৭	-	৯৬৪
হাওড়া	৪৯৭,৪৭৬	-	৫১৩,২১৮	২৫৩,৩৩৭	-	২৬২,৩৯১	২৪৪,১৩৯	-	২৫০,৮২৭	৯৬৪	+	৯৫৬
কলকাতা	৩০০,০৫২	-	৩৯০,২৮২	১৫৫,৪৭৫	-	২০২,৫২৭	১৪৪,৫৭৭	-	১৮৭.৭৫৫	৯৩০	+	৯২৭
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৯৭৬,৩৫১	-	১,০৫০,১২০	৫০০,০১১	-	৫৩৪,৬২৬	৪৭৬,৩৪০	-	৫১৫,৪৯৪	৯৫৩	-	৯৬৪
পশ্চিম মেদিনীপুর	৬৬৩,১৩৪	-	৭৫২,০৩৮	৩৩৯,৭৮১	-	৩৮৫,৪৪৯	৩২৩,৩৫৩	-	৩৬৬,৫৮৯	৯৫২	+	৯৫১
পূর্ব মেদিনীপুর	৫৬৫,৭৫৯	-	৬২৮,৪৫৯	২৯১,৮৯৯	-	৩২২,১১০	২৭৩,৮৬০	-	৩০৬,৩৪৯	৯৩৮	-	৯৫১

পশ্চিমবঙ্গ : শিশু লিঙ্গানুপাত (০-৬)

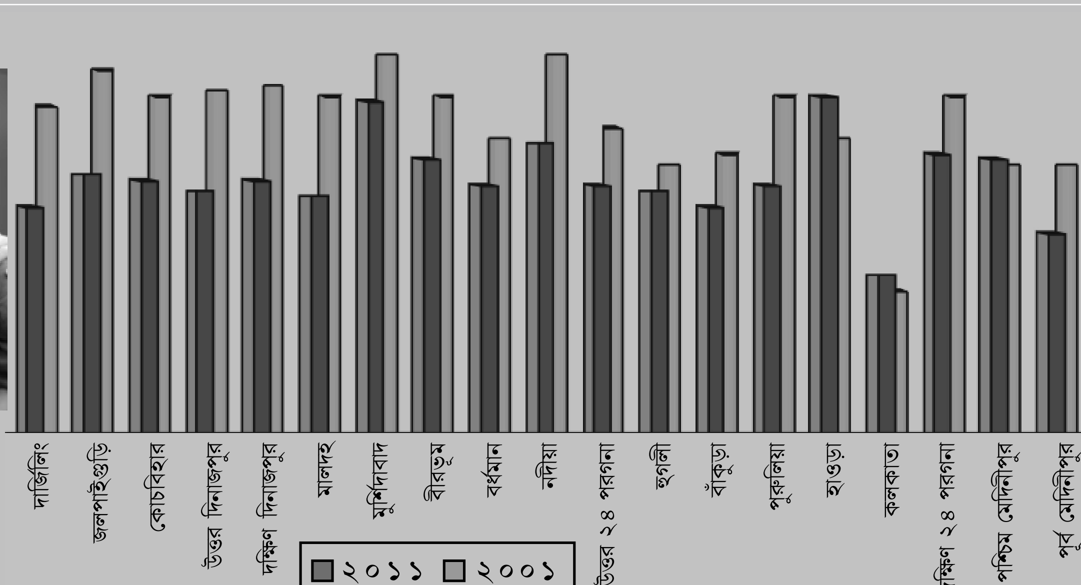

INITIAL PROVISIONAL DATA COMPILED BY RABI ROY

দ্য জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিল্ড্রেন) অ্যাক্ট, ২০০০

আইনের পরিসীমা :
জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যাতিত সারা ভারতে এই আইন প্রযোজ্য। আইনটি কার্যকর হয়েছে ২০০১ সালের ১ এপ্রিল থেকে এবং ২০০৬ সালে এই আইনটি সংশোধিত হয়।

যে শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন :
এই আইন অনুযায়ী যে সকল শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ :-

১) গৃহহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায় কোনো শিশুকে যদি পাওয়া যায় যার জীবন রক্ষা বা অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাহত কোনো উপায় নেই,
১এ) যদি দেখা যায় কোনো শিশু ভিক্ষা করছে, অথবা কোনো পথশিশু অথবা কোনো কর্মরত শিশু,
২) যদি কোনো শিশু এমন ব্যক্তির (শিশুটির অভিভাবক অথবা অভিভাবক নয়) সাথে বাস করে এবং সেই ব্যক্তি। ক) শিশুটিকে হত্যা অথবা আঘাত করার হুমকি দিয়েছেন ও সেই হুমকি এখনও কার্যকর থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। খ) অন্য কোনো শিশুকে হত্যা করেছে, অত্যাচার করেছে অথবা অবহেলা করেছে এবং সেই শিশুর হত্যা, অত্যাচার অথবা অবহেলার ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির যুক্ত থাকার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।
৩) মানসিক অথবা শারিরীকভাবে অসুস্থ শিশু অথবা দূরারোগ্য অসুখে ভুগছে এমন শিশু যাকে সাহায্য করার অথবা দেখাশোনা করার কেউ নেই।
৪) যে শিশুর পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক আছে কিন্তু তাঁরা সে শিশুকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম।
৫) যে শিশুর পিতা-মাতা নেই এবং সেই শিশুর যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব কেউ নিতে রাজি নয়, অথবা যার পিতা-মাতা তাকে পরিত্যাগ করেছে অথবা যে শিশু নিখোঁজ অথবা পালিয়ে এসেছে এবং যথেষ্ট অনুসন্ধানের পরেও যার বাবা-মাকে পাওয়া যায়নি।
৬) যে শিশু মারাত্মকভাবে নির্যাতিত, অত্যাচারিত অথবা যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার হয়েছে অথবা কোনো বেআইনি কাজের জন্য শোষিত হয়েছে।
৭) যে শিশুর পাচারের অথবা ড্রাগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৮) অত্যাধিক লাভের জন্য যে শিশুর নির্যাতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৯) কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষ, গৃহযুদ্ধ অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার কোনো শিশু।

২(ক) ধারায় শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে ব্যাক্তি ১৮ বছর সম্পূর্ণ করেননি।

চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি :
২০০৬ সালে এই আইনটি সংশোধন হয়। এই সংশোধিত আইন অনুযায়ী আইনটি কার্যকর হওয়ার পর (২২।০৮।২০০৬) প্রত্যেক রাজ্য সরকার প্রত্যেক জেলার জন্য নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এক বা একাধিক চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠন করতে পারে যে কমিটির ক্ষমতা থাকবে এই আইন সংক্রান্ত কমিটিগুলিকে দায়িত্ব বন্টন করার। এই জেলা কমিটিতে একজন অধ্যক্ষ (চেয়ারপারসন) থাকে এবং চারজন অন্য সদস্য থাকবে যাঁদেরকে রাজ্য সরকার সঠিক বলে নিয়োগ করবেন, যাঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই মহিলা হবেন এবং অপর একজন শিশুদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবেন।

কমিটির ক্ষমতা :
১. কমিটির চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে শিশুর যত্ন, সুরক্ষা, চিকিৎসা, বিকাশ এবং পুনর্বাসনের বিষয় নিস্পত্তি করার এবং একইসাথে শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা এবং মানবাধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা।
২. যেখানে কোনো অঞ্চলের জন্য এই কমিটি গঠিত হয়েছে সেখানে শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার জন্য এই আইন অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা এই কমিটির আছে।

কমিটির কাছে শিশুদের হাজির করা : এই আইন অনুসারে কোনো শিশুর যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন হলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কমিটির কাছে শিশুদের হাজির করতে পারে :
১. যে কোনো পুলিশ আধিকারিক অথবা বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ বিভাগ অথবা বিশেষ পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক;
২. যে কোনে সরকারি কর্মচারি;
৩. চাইল্ড লাইন, একটি নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই ধরণের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা সংস্থা;
৪. যে কোনো সমাজকর্মী অথবা জন হিতাকাঙ্খী নাগরিক;
৫. শিশুটি নিজে।

শিশুদের হোম :
রাজ্য সরকার নিজে অথবা কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যৌথভাবে প্রত্যেক জেলায় অথবা অনেকগুলি জেলার জন্য সম্মিলিতভাবে যেমনটা প্রয়োজন, হোম তৈরি করতে পারে। তদন্ত চলাকালীন সময়ের জন্য এবং পর্যায়ক্রমে তাঁদের যত্ন, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিকাশ এবং পুর্নবাসনের জন্য। এই আইন অনুসারে রাজ্য সরকার হোমের ব্যবস্থাপনা, মান (standard), পরিষেবার প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম তৈরি করতে পারে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে শিশু হোম পরিচালনার জন্য অনুমোদন দেওয়া ও বাতিল করার অধিকারি।

শিশুদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হোম

অবজারভেশন হোম (ধারা ৮ অনুযায়ী) : যে সকল শিশু/কিশোর বিচারের অধীন আছে, তাদের সম্পর্কে তদন্ত চলাকালীন সময়ের জন্য। যে কোনো রাজ্য সরকার নিজে অথবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে চুক্তিবদ্ধভাবে এই হোম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষন করতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে প্রতিটি জেলায় অথবা সম্মিলিতভাবে কয়েকটি জেলার জন্য।

স্পেশাল হোম (ধারা ৯ অনুযায়ী) : অপরাধের সাথে যুক্ত শিশুর বিচারের পর শিশুকে গ্রহণ এবং তার পুনর্বাসনের জন্য। যে কোনো রাজ্য সরকার নিজে অথবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে চুক্তিবদ্ধ ভাবে এই হোম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষন করতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে প্রতিটি জেলায় অথবা সম্মিলিতভাবে কয়েকটি জেলার জন্য।

চিল্ড্রেন্স হোম (ধারা ৩৪ অনুযায়ী) : তদন্ত চলাকালীন সময়ে যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন শিশুর গ্রহণ এবং পর্যায়ক্রমে যত্ন, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিকাশ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

শেল্টার হোম (ধারা ৩৭ অনুযায়ী) : যে সকল শিশুদের দ্রুত সাহায্যের প্রয়োজন, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি নিয়ে এসেছে এমন শিশুর জন্য। রাজ্য সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে স্বীকৃতি দিতে পারে, সাহায্য দিতে পারে শেল্টার হোম প্রতিষ্ঠার জন্য।

আফটার কেয়ার হোম (ধারা ৪৪ অনুযায়ী) : স্পেশাল হোম এবং শিশু হোম ছেড়ে আসা শিশুদের পরিচর্যা যাতে তারা সৎ, পরিশ্রমী ও কার্যকর জীবন-যাপন করতে পারে।

সামাজিক নিরীক্ষণ : কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার শিশু হোমগুলির কার্যকারিতা নিয়মিত দেখাশোনা ও মূল্যায়ন করতে পারবেন সরকার নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

পুনরুদ্ধার : শিশুর পুনরুদ্ধার (স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা) এবং তার সুরক্ষাই শিশু হোম এবং আশ্রয় হোম - এর মুখ্য উদ্দেশ্য। যে শিশু তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ও সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে শিশু হোম বা আশ্রয় হোম যাই হোক না কেন। কমিটির ক্ষমতা আছে যে শিশুর যত্ন এবং সুরক্ষার প্রয়োজন আছে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে তাঁর বাবা-মা, অভিভাবক, উপযুক্ত ব্যক্তি অথবা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে দেওয়া এবং কার্যকরী দিক নির্দেশ করা।

পুনর্বাসন ও সামাজিক সংযুক্তিকরণ : শিশু হোম বা আশ্রয় হোমে থাকাকালীন অবস্থায় একটি শিশুর পুনর্বাসন ও পুনরায় সামাজিক সংযুক্তকরণ শুরু হয় এবং তা ধারাবাহিকভাবে বিকল্প পথে যেমন, দত্তক দেওয়া, পালিত যত্ন, ধর্মপিতা বা ধর্মমাতার সাহায্য নেওয়া অথবা কোনো উদ্যোগী সংস্থার সাহায্য (sponsorship) নেওয়া এবং কোনো সংগঠনে পাঠানো যে সংগঠন পরবর্তী যত্ন নেওয়ার কাজ (post care organisation) করে।

ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কীম (ICPS)

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

প্রেক্ষাপট : ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ১৮ বছরের নিচে শিশুর সংখ্যা ৪২.২ কোটি, যার মধ্যে ১৭ কোটি শিশু (৪০%) বঞ্চিত অথবা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশু অধিকার সম্মেলনের ঘোষণাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়, যা শিশুদের সুরক্ষা ও শিশুস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ মান নির্দেশ করেছে। যে সকল শিশুর যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এবং যে সকল শিশু বিচারাধীন তাদের কঠোর বিচার পদ্ধতির আশ্রয় না নিয়ে সমাজের সাথে পুনরায় একীভূত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একইসাথে শিশুর প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের জন্য পরিবারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

যে সমস্ত শিশু প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার, অর্থাৎ যারা অনাথ, পরিত্যক্ত,পালিয়ে যাওয়া, বিচারাধীন, তাদের যত্নের জন্য জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিল্ড্রেন) অ্যাক্ট, ২০০০ লাগু হয়। শিশুদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমে বহু প্রকল্প, কর্মসূচি নেওয়া হয়। ২০০৬ সালে এইসব প্রকল্প পর্যালোচনা করতে গিয়ে সরকার শিশু সুরক্ষা প্রতিষ্ঠান, নীতি, কর্মসূচি এবং সর্বস্তরে এর রূপায়ণের ক্ষেত্রে বহু ঘাটতি, ফারাক খুঁজে পায়। তাই রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মাধ্যমে ২০০৯-১০ সালে ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কীম। (ICPS) কার্যকর করা হয়।

উদ্দেশ্য : এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল যেসব শিশু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রয়েছে বা বলা যায় অসুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ যারা নির্যাতিত, অবহেলিত, শোষিত, পরিত্যক্ত এবং যারা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের কল্যাণের জন্য এবং তাদের সেই পরিবেশ থেকে মুক্ত করার জন্য কাজ করবে। যে সমস্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য এই প্রকল্প কাজ করবে সেগুলি হল -

১. শিশু সুরক্ষা পরিষেবাগুলির গুণগত মান এবং সহজলভ্যতা বাড়ানো,
২. ভারতবর্ষে শিশু অধিকার, সুরক্ষা ও তার অবস্থা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, শিশু সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া,
৩. প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের সহযোগিতামূলক পরিষেবার জন্য সর্বস্তরে কার্যকরী পরিকাঠামো তৈরি করা এবং
৪. প্রমাণ ভিত্তিক monitoring ও মূল্যায়ন।

কাদের জন্য

১. যে সমস্ত শিশুর জুভেলাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিল্ড্রেন) অ্যাক্ট, ২০০০ অনুযায়ী যত্ন এবং সুরক্ষা প্রয়োজন
২. বিচারাধীন শিশু, যারা কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে
৩. যারা ভুক্তভোগী,সাক্ষী অথবা অন্য কোন কারণে আইনের আওতায় রয়েছে
৪. অসুরক্ষিত শিশু (উদাহরণে দেওয়া তালিকা ছাড়াও অন্যান্য শিশু হতে পারে) স্থানান্তরিত পরিবারের শিশু, পথশিশু, SC/ST, শিশু ভিক্ষুক, শোষিত/পাচার হওয়া/নেশা কবলিত শিশু, বন্দী ব্যক্তির শিশু, যৌনকর্মীর শিশু, HIV/AIDS কবলিত শিশু।

যেসব পরিষেবা দেওয়া হয়

- প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা - শেল্টার হোম, শিশু হোম, অবসার্ভেশন হোম, বিশেষ হোম এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (প্রতিবন্ধী ও HIV/AIDS কবলিত শিশু) জন্য বিশেষ পরিষেবা
- এই পরিষেবাগুলির জন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলাস্তরে পরিষেবামূলক পরিকাঠামো
- চাইল্ড লাইনের মাধ্যমে যেসব শিশু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রয়েছে তাদের জন্য জরুরি পরিষেবা
- শহর ও শহরতলীর শিশুদের জন্য মুক্ত আশ্রয়
- পরিবার ভিত্তিক অ-প্রতিষ্ঠানিক যত্ন - স্পনসরশিপ, ফস্টার কেয়ার, দত্তক, এবং After Care Programme
- প্রয়োজন ভিত্তিক/উদ্ভাবনী পরিকল্পনার জন্য এককালীন আর্থিক সাহায্য
- নিখোঁজ শিশুদের ওয়েবসাইট সহ শিশু চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থা
- ওকালতি, জনশিক্ষা এবং যোগাযোগ
- প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

রূপায়ণের সাম্প্রতিক অবস্থা : ২০০৯-১০ সালে ১৭টি রাজ্য - অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, নাগাল্যাড, মণিপুর, আসাম, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু, গোয়া, গুজরাট, দিল্লি, হরিয়ানা, কর্ণাটক এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মউ সাক্ষর করেছে। বিহার, মিজোরাম, সিকিম ২০১০-১১ সালের মধ্যে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য মউ সাক্ষর করেছে। ২০টি রাজ/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এখনো এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

পরিষেবামূলক পরিকাঠামোর প্রতিষ্ঠা : এই প্রকল্পের জন্য অন্যতম প্রয়োজন হল দায়িত্বমূলক পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। যেমন - State Child Protection Society (SCPS), District Child Protection Society (DCPS), State Project Support Unit (SPSU) এবং State Adoption Resource Agency (SARA)। এই ইউনিটগুলি প্রকল্পটি রূপায়ণের দেখভাল করবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি বিভাগের সঙ্গে একত্রে কাজ করবে। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই ICPS-এর অধীনে SPSU গঠন করার কথা থাকলেও, রাজ্য সরকারগুলির অনুরোধক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে রাজ্য সরকারগুলি নিজেরাই তা SPSU গঠন করবে। গত ৩১ মে, ২০১০ এই মর্মে রাজ্য সরকারগুলির কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এর কারণ হল এর ফলে ফলপ্রসূ রূপায়ণ ও SCPS-এর সঙ্গে আরো ভাল সমন্বয় নিশ্চিত করা যাবে।

জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) অফ চিল্ড্রেন অ্যাক্ট, ২০০০ (জে জে অ্যাক্ট) অনুযায়ী বাধ্যতামূলক পরিকাঠামোর গঠন : এই আইনের অধীনে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (CWC) এবং জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড (JJBs) প্রত্যেক জেলায় শিশু সংক্রান্ত কেসগুলি বাধ্যতামূলকভাব দ্রুত নিস্পত্তি করবে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট দ্রুত CWC এবং JJBs গঠন করবে এবং NCPCR কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এর অগ্রগতির বিষয়ে দেখভাল করবে। কিছু রাজ্য তাদের প্রতিটি জেলায় CWC এবং JJBs গঠন করার জন্য সম্মতি দিয়েছে কিন্তু যদি তাদের হাতে যথেষ্ট সংখ্যক কেস না থাকে, সেক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম হতে পারে।

দত্তকের জন্য বিশেষভাবে গঠিত সংস্থা (Licensed Adoption Placement Agencies): অভিভাবকের যত্ন থেকে বঞ্চিত শিশুদের দত্তক গ্রহণের জন্য ICPS-এর অধীনে দত্তকের জন্য বিশেষভবে গঠিত সংস্থা গঠনের প্রয়োজন। Licensed Adoption Placement Agencies (LAPA) নামের নিয়োজিত সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলিতে কাজ শুরু করেছে। তবে এরকম কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে শিশু পাচার, নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আছে। প্রত্যাশিত অভিভাবকদের অপেক্ষার সময় কমাতে হবে। সেই কারণে LAPA-কে State Adoption Resource Agency (SARA)-এর সাথে দত্তকের জন্য বিশেষভাবে গঠিত সংস্থা হিসেবে নথিভুক্ত করানো আবশ্যিক, যাতে SARA এদের কাজকর্ম তদারকি করতে পারবে, বেনিয়ম, অযথা দেরি করা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রতিরোধ করা যাবে।

দত্তক গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ ও সরলীকৃত করার জন্য CARA (Central Adoption Resource Avency) একটি অনলাইন ডাটাবেস তৈরি করছে CARINGS নামে, যেখানে দত্তক নেওয়া যাবে এমন সমস্ত শিশুদের নাম, প্রত্যাশিত অভিভাবকদের নাম সমস্ত তথ্য এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আশা করা যায় এইভাবে অযথা দেরি করা অথবা বেনিয়ম কমানো যাবে। এই সংস্থাগুলি State Adoption Resource Agency হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে, ফলে দত্তকের জন্য বিশেষভাবে গঠিত সংস্থা তৈরি করা (SAA) ও তদারকি করার জন্য ICPS-এর অধীনে অনুদান পেতে পারে। তাদের এই অনলাইন ডাটাবেস নিয়মিত ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে এই ডাটাবেসটিতে সর্বদা সাম্প্রতিক তথ্য থাকে।

জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার এ্যান্ড প্রটেকশন অফ চিল্ড্রেন) অ্যাক্ট, ২০০০-এর বর্তমান পরিস্থিতি (১০ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত)

- জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট-এর অধীনে নিয়মাবলী প্রজ্ঞাপিত করা হয়েছে। যদিও মডেল রুল, ২০০৭ অনুযায়ী রাজ্যের জন্য সংশোধিত নিয়মাবলী এখনও চূড়ান্ত হয়নি।
- কোলকাতা সহ রাজ্যের সব জেলার জন্য ১৯টি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড গঠন হয়েছে।
- কোলকাতা সহ রাজ্যের সব জেলায় ১৯টি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠিত হয়েছে।
- সরকার ৬টি অবজারভেশন হোম চালাচ্ছে।
- ৫টি স্পেশাল হোম (৩টি মেয়েদের জন্য এবং ২টি ছেলেদের জন্য) সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং চালাচ্ছে।
- ১৪টি চিল্ড্রেন হোম (৯টি মেয়েদের জন্য এবং ৫টি ছেলেদের জন্য) সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং চালাচ্ছে।
- জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টের ধারা ৪৪-এর অধীনে ৯টি আফটার কেয়ার হোম (৭টি মেয়েদের জন্য এবং ২টি ছেলেদের জন্য) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- কোলকাতায় একটি স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট কাজ করছে এবং সব জেলাতেই স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ও মূল্যায়ন

তপনকুমার দাস

আজকের দিনে কোনও মানুষের সমগ্র জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ধারণ করতে আমরা ব্যবহার করি ‘মূল্যায়ন’ শব্দটি প্রয়োগ করে। এই বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক কাজের উপর গুরুত্ব যেমন ক্রমবর্ধমান, তেমনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মূল্যায়ন কৌশলটির ব্যবহারও বহুমুখী। শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ‘মূল্যায়ন’ যা একদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাঁদের শিক্ষনকার্য পরিচালনাকে যথার্থ করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিখন লাভ করতে সাহায্য করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই মূল্যায়ণ আজ একটি গতিশীল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ বিশাল শিক্ষাদান ব্যবস্থার এক মূল্যবান অংশ। এ রাজ্যেও প্রাথমিক শিক্ষাদানে এক বিরাট শিক্ষকবাহিনী কাজ করে চলেছেন। আমরা সবাই জানি আমাদের সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা যাইহোক প্রাথমিকে ভাষা, গণিত এবং পরিবেশ বোধ দুর্বল থেকে গেলে উপর দিকের সমস্ত শিক্ষাই নড়বড়ে থেকে যায় — আবার অনেকেই ব্যর্থতা ঝেড়ে আর উঠতে পারে না।

বিভিন্ন ধরনের যে কোনও শিশুর সুপ্ত মেধার খুববেশী তারতম্য থাকে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষাদানের অসম্পূর্ণতায় যে ভালো ছাত্র হতে পারত সেও মাঝারি বা খারাপ হয়ে যায়। এর জন্য হয়ত শিক্ষকরা কিছুটা দায়ী - কিন্তু গৃহপরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ কম দায়ী নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের কথায় যদি আসি তাহলে তিনি যে শিক্ষা সম্পর্কীয় সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল - ‘‘একটা শিশুর মধ্যে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই রয়েছে তার বিকাশ সাধনকেই শিক্ষা বলা হয়।’’ এখানে শিক্ষকের কাজ সেই সুপ্ত চেতনাকে জাগরিত করা। একটা সুপ্ত বীজকে উপযুক্ত পরিবেশে জল, আলো, বাতাস দিয়ে যেন বৃক্ষে রূপান্তরিত করা যায়, তেমনি একটি শিশুর মধ্যে আবরিত জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আন্তরিক যত্ন সহকারে পরিচর্যা করলে সেও ভবিষ্যতে আদর্শ নাগরিক হতে পারে। শিশুরা নিজে নিজেই শেখে। তবে তাকে নিজের ভাবে উন্নতি করতে প্রকৃত দরদী শিক্ষকের প্রয়োজন। তিনিই পারেন শিশুর ভিতরের বাধা বা আবরণকে দূর করতে। প্রাথমিকস্তরে শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীদের সাধ্যমত উৎসাহ দিয়ে উজাড় করে শেখানো, যাতে শিক্ষার পরবর্তী স্তরগুলিতে তারা সম্পূর্ণভাবে নিজ ধারণায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

শিশুদের প্রথম থেকেই লেখার দক্ষতা, কথাবলার দক্ষতা,বানান, শব্দজ্ঞান, অর্থ, গণিতিক ধারণা, পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা লাভ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নানাভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে বছর বছর ধরে। মারিয় মন্তেসরি, পাউলো ফ্রেইরে, ফ্রিডারিখ ফ্রোয়বল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ শিশুশিক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন ও সেই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানও করা হয়েছে। নানা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রচলিত সেটি তৈরি হয়েছিল ১৯৭৯ সালে রাজ্য সরকার নিযুক্ত একটি শিক্ষা কমিটির সুপারিশে। এটির নেতৃত্ব দেন সেই সময়ের শান্তিনিকেতনের বিনয়ভবনের অধ্যক্ষ হিমাংশু বিমল মজুমদার। উক্ত কমিটি গঠিত হয় ১৯৭৪-এর আদেশনামার (নং ১৪৩৫-ই ডি এন (পি) ১৯৭৪) ভিত্তিতে।

শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা এখন সকলের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে যে - ‘শিক্ষা’ আসলে কোনও ব্যক্তির জীবনের সর্বাঙ্গীন বা সামগ্রিক বিকাশ। ‘যাবৎ বাঁচি - তাবৎ শিখি’- যতদিন মানুষ বাঁচে ততদিন সে শিখে যায়। শুধু বই পড়িয়ে কিছু বিষয় মুখস্থ করিয়ে দেওয়া নয় - আত্মবিশ্বাস নিয়ে শিশু যাবতীয় তার পারিপার্শ্বিকের বিষয়গুলি আয়ত্ত করবে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলবে। অন্যান্য গুণেরও চর্চা করবে।

একটা শিশু কতটুকু শিখল তা যাচাই করার উপায়ই হচ্ছে ‘মূল্যায়ন’। আগে পরীক্ষা হত বছরের মাঝে ও শেষে। সেই পদ্ধতি বহু বছর বাতিল হয়েছে। এখন চলছে বছরভর ধারাবাহিক মূল্যায়ন। পাঠ্যবিষয়গুলিকে ছোট ছোট এককে ভাগ করে এক একটি একক ধরে তাদের মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্গণ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার কয়েকটি এখানে তুলে দিচ্ছি। (১) ‘মূল্যায়ন’ একটি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষার উন্নতি বা অবনতি সম্পর্কে ধারণালাভ করা যায়। (২) পঠনপাঠন এবং অন্যান্য কর্মনির্ভর বিষয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল ‘মূল্যায়ন’। (৩) ‘মূল্যায়ন’ শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জনের সহায়ক। প্রতিটি পাঠ একক ও কর্ম-এককের মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও পারদর্শিতা সনাক্ত করা হয় — প্রয়োজনে সংশোধনের পথ পাওয়া যায়। (৪) প্রকৃতপক্ষে কতটা শেখা হল তারই মূল্যায়ন, কতটা শেখানো হল তার মূল্যায়ন নয়।

‘জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫’-এ মূল্যায়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘মূল্যায়ন’ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত পরিবর্তনের বৃদ্ধির মান যাচাই করা যায়।

অভিধানিক অর্থে ‘মূল্যায়ন’ বলতে বোঝায় ‘কোনো বিষয় বা বস্তুর উপর মূল্য আরোপ করা’। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে মূল্যায়ন হল ‘শিক্ষার্থীর সম্পাদিত আচরণ ধারা বা উপস্থাপিত কার্য সম্পাদনের উপর মূল্য আরোপ করা।

শিক্ষার্থী আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি একক সত্তা, যার সকল আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হয় তার (১) পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা (২) বিচারকরণ ক্ষমতা (৩) যুক্তি বোধ (৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা। ঐগুলির সাথে সাথে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা, প্রবণতা, সৃজনী প্রতিভা, ইচ্ছা, আগ্রহ এবং আচরণের বিকাশ ঘটে শ্রেণিশিক্ষণ ও বিভিন্ন একক বা দলগত কার্যসূচির সার্থক রূপায়ণ দ্বারা এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিজ্ঞানভিত্তিক চূড়ান্ত নির্ণায়ক পদ্ধতির বিবর্তিত রূপ হল মূল্যায়ন।

এখন শিক্ষার্থীর সম্পাদিত কার্য বা আচরণ ধারা বিচারকরনের সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অনেকগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হয় — যেগুলি শিক্ষার্থীর অতীত আচরণগুলি বিশ্লেষণ ও বিচারায়নে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সাথে যোগসূত্র রচনা করে। অতএব শিক্ষাগত মূল্যায়নের ধারায় বলতে হয় যে,শিক্ষার্থীদের অতীত আচরণ ধারার সাপেক্ষে, বর্তমানে সম্পাদিত আচরণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মূল্যমান বিচারকরনের প্রক্রিয়া হল মূল্যায়ন। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারবিবেচনা দ্বারা শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তনের যথার্থ কৌশল।

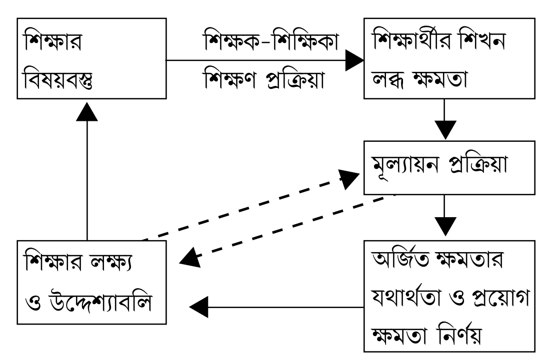

মূল্যায়ন ধারণাকে শিক্ষাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মূল্যায়ন শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বলা যায় যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরনে কতটুকু অগ্রসর হতে পারল, তা নির্ণয় করার পদ্ধতি হল মূল্যায়ন কৌশল।

মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা প্রক্রিয়া প্রতিদিন প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার্থীরা লাভ করছে বিভিন্ন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নিত্যনতুন আচরণ ধারা। জীবন বিকাশের ধারায় সেগুলির যথার্থতা নির্ণয় করা হয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা। কোনো এক সময়ে নির্নীত আচরণ ধারা যে স্থির, যথার্থ ও অপরিবর্তনীয় তা সঠিক নয়। কেন না, পরিবর্তিত পরিবেশে অর্জিত মৌলটি যথার্থ নাও হতে পারে, প্রয়োজন হতে পারে সেই কৌশলটির পুনঃসংযোজনের ও পরিবর্তনের। তাই অর্জন প্রক্রিয়াটি স্থির নয়, ধারাবাহিক নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমরা অর্জন করে চলেছি এবং ক্রমাগত শিখনলব্ধ জ্ঞানের আদর্শায়ন করে চলেছি। ঠিক তেমনি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটিও ক্রমাগত ঘটে চলেছে এবং অর্জনের আদর্শায়নের মাত্রাকে সংখ্যামানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ ভেদে চিহ্নিত করে চলেছে। তাই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি কখনোই স্থির মান নির্ণয়ের কোনো প্রক্রিয়া নয়। এটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরের নির্দিষ্ট মান নির্ণয়ে শিক্ষার্থীর বিকাশের মাত্রাকে সূচিত করে চলেছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি - মূল্যায়ন প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সহায়তাকারী একটি বিজ্ঞান সম্মত অবিচ্ছিন্ন নির্ণায়ক প্রক্রিয়া। শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রকৃত রূপায়ণে এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকলের কাছে

শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে শিক্ষার সর্বস্তরের জন্য প্রয়োজনীয় একমাত্র প্রক্রিয়াটি হল মূল্যায়ন ব্যবস্থা বা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন দ্বারা একদিকে শিক্ষা কর্মসূচিকে যথার্থ করা হয়, অন্যদিকে শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে মূল্যায়নকে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর বিকাশ তথা উন্নয়নকে পরিমাপ করা হয়। তাই প্রথমটিকে বলা হয় শিক্ষা কর্মসূচির মূল্যায়ন (Evaluation of an Educational Programme) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় শিক্ষা কর্মসূচীতে মূল্যায়ন (Evaluation in an Educational Programme)।

মূল্যায়ন আচরণের গুনগত ও পরিমাণগত দিকের উপর মূল্য আরোপ করে সম্পন্ন হয়। তাই বলা হয়

মূল্যায়ন = শিক্ষার্থীর পরিমাণগত বিবরণ + আরোপিত মূল্য
= শিক্ষার্থীর গুণগত বিবরণ + আরোপিত মূল্য

মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর পরিমাপযোগ্য ও অপরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষে মূল্যমান নির্ণয় করে।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া সাপেক্ষে তিনটি দিক পাওয়া যায়। যথা - (১) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (২) শিক্ষণ পদ্ধতি বা শিখন অভিজ্ঞতা (৩) মূল্যায়ন কৌশল।

শিক্ষার পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যভিত্তিক আচরণমূল্য নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া হল মূল্যায়ন। বেঞ্জামিন ব্লুম বলেছেন যে উক্ত তিনটি দিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। তাই বেঞ্জামিন ব্লুম মূল্যায়নের এই তিনটি দিককে উপরিউক্ত কাজগুলির সাপেক্ষে একটি ত্রিভুজের তিনটি কৌনিক বিন্দুতে উপস্থাপন করে যে ত্রিভুজের চিত্র কল্পনা করেছেন তাকে বলা হয় মূল্যায়ন ত্রিভুজ বা Evaluation Traiangle

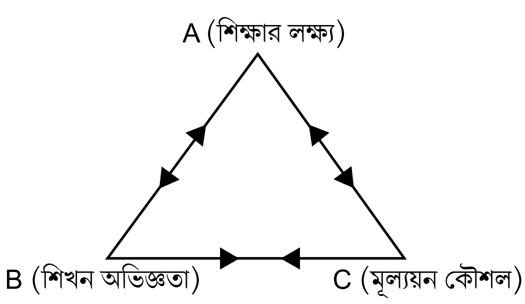

এখন আসুন আমরা প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করি।

সমগ্র নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম স্তর হল প্রাথমিক শিক্ষা। এই স্তরে শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীর পাঠক্রম সুনির্দিষ্ট পথে এমনভাবে শিক্ষা কার্যক্রমে সংগঠিত করা হয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে এবং শিক্ষার্থী যথাযথ প্রগতির পথে দেশ ও সমাজকে অগ্রসর করতে পারে। এই পরিক্রমায় মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার একমাত্র কাজ হল সমগ্র শিক্ষা কর্মসূচীকে আদর্শায়িতভাবে সম্পন্ন করা। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যে সকল সাধারণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করা হয়, সেগুলি হল —

(১) শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক বিকাশকে যথাযথ করা।
(২) দৈহিক বিকাশ বজায় রাখতে ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।
(৩) মানসিক ক্ষমতার বিকাশ পরিমাপে।
(৪) শিশুর সামাজিক বিকাশ পরিমাপে।
(৫) প্রাক্ষোভিক বিকাশ পরিমাপে।
(৬) নৈতিক বিকাশ পরিমাপে।
(৭) আধ্যাত্মিক বোধ বিকাশ পরিমাপে।
(৮) কর্মসম্পাদন ক্ষমতা পরিমাপে।
(৯) শিশুর সৃজন ক্ষমতার পরিমাপের উদ্দেশ্যে।
(১০) সু-অভ্যাস ও সু-আচরণের পরিমাপে।
(১১) প্রকৃত জীবন উপযোগী শিক্ষার মান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।
(১২) শিক্ষার্থীর ব্যক্তি সত্তার পরিমাপের উদ্দেশ্যে। ইত্যাদি।

যে কোনো স্তরের শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন ছাড়া শিশু শিক্ষার অগ্রগতির যথার্থ পরিমাপ করা যায় না। শিখন প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পুনর্গঠন করে মূল্যায়ন। তাই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের মূল্যায়ন কৌশলের একটা বিশেষ উপযোগিতাও থাকে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের বিস্তৃত পরিসরে পরিমাপ পদ্ধতির পর প্রবর্তিত হয়েছে মূল্যায়ন কৌশল। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বা বিশেষ কোনো দিক মূল্যায়নে যাবতীয় তথ্যসংগ্রহের জন্য যে সকল কৌশল সমূহ প্রয়োগ করা হয়, সেই সকল কৌশলগুলিকে বলা হয় মূল্যায়ন কৌশল বা Evaluation Technique। আবার মূল্যায়ন কৌশলকে কার্যকরী করতে যেসব ব্যবস্থাপনার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাদেরকে বলা হয় মূল্যায়ন উপকরণ বা Evaluation Tools. মূল্যায়ন উপকরণ হল মূল্যায়ন কৌশলের অন্তর্গত উপাদান। শিক্ষার্থীর শিখন ও শিক্ষকের শিক্ষনের সাপেক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন কৌশলগুলি নির্বাচন করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণত মূল্যায়ন কৌশলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) বিষয়মুখী কৌশল (খ) উদ্দেশ্যমুখী কৌশল ও (গ) প্রতিফলন কৌশল।

শিক্ষার্থীর দ্বারা সরবরাহকৃত তথ্য অথবা শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে প্রাপ্ত তথ্য যেরূপ কৌশল দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগ্রহ করেন সেগুলিকে বলা হয় বিষয়মুখী কৌশল। এই কৌশলের মধ্যে রয়েছে - কথোপকথন, আত্মবিকৃতি, পর্যবেক্ষণ, সহপাঠীদের মতামত গ্রহণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিমুখী তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কৌশল প্রয়োগ করেন। মূল্যায়নকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখী করে গড়ে তুলতে বিষয়মুখী কৌশলের চেয়ে উন্নত কৌশলরূপে এই উদ্দেশ্যমুখী কৌশলটি ব্যবহার হয়। এই কৌশলের মধ্যে রয়েছে - অভীক্ষাকরণ, পদ্ধতি, মূল্য নির্ণায়ক নীতি ইত্যাদি।

তৃতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্নিহিত অনুভূতিমূলক ও প্রক্ষোভমূলক তথ্যগুলি উদ্দীপকের উপস্থাপন দ্বারা সংগ্রহ করা হয় এই কৌশল দ্বারা। এর মধ্যে রয়েছে পরীক্ষামূলক, আত্মবিকৃতিমূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক কৌশল।

পরিশেষে বলি চিরাচরিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শুধুমাত্র শিশুর পুস্তকনির্ভর অর্জিত তথ্যের উপর যাচাই করে থাকেন। কিন্তু শিক্ষা বলতে শুধুই তথ্যকে জানা ও সমস্যার সমাধানই বোঝায় না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর ব্যক্তিত্বের সবদিকের বিকাশ বিচার করতে হয় যাতে করে সে তথ্য আহরণ, আবরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাসের দিক থেকে সমাজের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। এজন্য সারা বছর ধরে বা গোটা প্রাথমিক স্তরে শিশুর তথ্যজ্ঞান ও কাজের দিক, ব্যক্তিত্বের বিশেষ গুণাবলীর দিক ও অন্যান্য মৌলিক সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পঠন-পাঠন করাতে হয়, সাথে সাথে কাজের দিক ও চরিত্রের গুণাবলী বিকাশের জন্যও অনুশীলন করাতে হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রগতিপত্রেও মূল্যায়ন পঞ্জীতে শিশুর সাফল্য নথীভুক্ত করতে হয়। এই ধরনের মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্বিক যাচাই সম্ভব হতে পারে।

তবে যে কোনও পরিকল্পনার সুষ্ঠু অগ্রগতিতে যেমন পরিবেশ, পরিকাঠামো সুব্যবস্থা প্রয়োজন তেমনি এই 'মূল্যায়ন' প্রক্রিয়ার সাফল্য পেতেও ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিকাঠামোর উন্নতি, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের যেভাবে সারা বছর ধরে শিক্ষাবহির্ভূত অন্যান্য কাজে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাতে এ ব্যবস্থার সাফল্য পেতে কিছুটা অন্তরায় থাকছে। তদুপরি এক শ্রেণির শিক্ষকের অনাগ্রহ ও অনীহাও এর প্রতিকূলতার দিকটি কিছুটা হলেও তুলে ধরে।

তবে আমরা আশাবাদী। যে কোনও কাজে নানা বিষয়েই প্রতিকূলতা থাকে। ঐ প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের লক্ষ্য। তাই অদূর ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে বাধা বিঘ্ন দূর করে নতুন সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় আমরা থাকলাম।

কৃতজ্ঞতা : পবিত্র সরকার, ড. চৈতন্য বিশ্বাস
প: ব: প্রা: শি: পর্ষদ

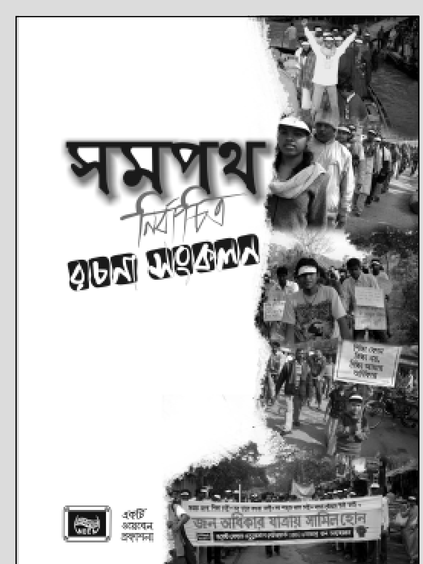

সমপথ
নির্বাচিত রচনা সংকলন
প্রকাশক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক (ওয়েবেন)
বিনিময় - পনেরো টাকা

★

প্রাপ্তিস্থান :
ওয়েবেন কার্যালয়
৬০এ ২ ব্যানার্জীপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া
কলকাতা - ৭০০ ০৩১
দূরভাষ : ০৩৩ ২৪০৫ ৫৩৩৪

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও বয়স্কদের জন্য সরকারি সুযোগসুবিধা : কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের পরিচয়পত্র/শংসাপত্র

- শংসাপত্রে ৪০ শতাংশ বা তার বেশি অক্ষমতা থাকলে সেই ব্যক্তি সরকারি সহায়তা পাবার যোগ্যতা অর্জন করবেন।
- কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের নির্দেশিকা (No.4 -2/83 - HW - III Govt. of India dated 06.08.1986) অনুযায়ী জেলা সদর অথবা মহকুমা হাসপাতাল থেকে এই শংসাপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে। এই শংসাপত্র প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড থাকবে এবং এই মেডিকেল বোর্ড সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিবন্ধী মানুষদের অক্ষমতা বিষয়ক শংসাপত্র প্রদান করবেন।
- অক্ষমতা বিষয়ক শংসাপত্র ও পরিচয়পত্র পাওয়ার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অথবা ওয়ার্ড কমিশনারের কাছ থেকে পাওয়া স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট ও রেশন কার্ডের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে।
- অক্ষমতা বিষয়ক শংসাপত্রের জন্য সেই ব্যক্তিকে প্রথমে মহকুমা বা জেলা সদর হাসপাতালের আউটডোরে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখাতে হবে এবং তাঁর নির্দেশ মতো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা (যেমন, মানসিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে আই. কিউ টেস্টিং এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে অডিওলজি টেস্টিং) করতে হবে।
- পরে সাদা কাগজে মহকুমা বা সদর হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিকের (সুপারইনটেনডেন্ট) কাছে একটি দরখাস্ত বা আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে চার কপি ছবি, স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট, রেশন কার্ডের প্রতিলিপি ও আউটডোর কার্ডটি জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর হাসপাতাল কর্মীর নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট দিনে মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হতে হবে।
- মেডিকেল বোর্ডের দ্বারা গৃহীত অক্ষমতা সার্টিফিকেট থাকলে রাজ্য সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। এই পরিচয়পত্র জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক অথবা তাঁর মনোনীত আধিকারিকদের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা

- অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী মানুষদের চিকিৎসা, থেরাপি, সহায়ক সরঞ্জাম প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ক সহায়তা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রাষ্ট্রীয় অস্থি বিকলাঙ্গ (NIOH), বি.টি.রোড, বনহুগলী কোলকাতা - ৭০০ ০৯০ রয়েছে। এই সংস্থায় সোমবার থেকে শুক্রবার সরকারি ছুটির দিন বাদে) সকাল ৯ টা থেকে ১১টার মধ্যে আউটডোরের টিকিট করিয়ে সহয়তা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়। এই একই ক্যাম্পাসে শ্রবণ প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষদের চিকিৎসা বিষয়ক সহায়তা প্রদানের জন্য আরো তিনটি পৃথক ইউনিট আছে।
- শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষদের সহায়তা করার জন্য আলি জবরজং রাষ্ট্রীয় শ্রবণ বিকলাঙ্গ সংস্থা (AYJNIHH) আছে। এখানে অডিওলজি পরীক্ষা, বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র প্রদান, ভোকেশনাল গাইডেন্স ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সোমবার থেকে শুক্রবার (সরকারি ছুটির দিন বাদে) সকাল ৯ টা থেকে ১১টার মধ্যে আউটডোরের টিকিট করিয়ে সহায়তা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।
- মানসিক প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করার জন্য রাষ্ট্রীয় মানসিক বিকলাঙ্গ সংস্থা (NIMH) আছে। এখানে আই কিউ পরীক্ষা, বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ভোকেশনাল গাইডেন্স ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এখানে বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সহায়ক সরঞ্জাব প্রদান, ভোকেশনাল গাইডেন্স ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সোমবার থেকে শুক্রবার (সরকারি ছুটির দিন বাদে) সকাল ৯ টা থেকে ১১টার মধ্যে আউটডোরের টিকিট করিয়ে সহায়তা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করার জন্য রাষ্ট্রীয় মানসিক বিকলাঙ্গ সংস্থা (NIMH) আছে। এখানে বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান, ভোকেশনাল গাইডেন্স ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সোমবার থেকে শুক্রবার (সরকারি ছুটির দিন বাদে) সকাল ৯ টা থেকে ১১টার মধ্যে আউটডোরের টিকিট করিয়ে সহায়তা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।
- এছাড়া রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন বাঙ্গুর নিউরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, গোবরা মানসিক হাসপাতাল, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান শাখার অন্তর্গত এপ্লায়েড সাইকোলজি বিভাগে আই.কিউ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান

কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রান্ট-ইন-এইড প্রকল্পের সাহায্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের বিনামূল্যে সহায়ক সরঞ্জাম প্রদানের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পারিবারিক আয় মাসিক ৫০০১ টাকার কম হতে হবে। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতিবন্ধী মানুষটির অক্ষমতা বিষয়ক শংসাপত্র থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিধায়ক/সাংসদ/পুরোকর্তা/বিডিও/এস.ডি.ও-র স্বাক্ষরিত মাসিক আয়ের শংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি থেকে এই সুবিধা পাওয়া যেতে পারে:

রাষ্ট্রীয় অস্থি বিকলাঙ্গ সংস্থা : বি.টি. রোড, বনহুগলী, কোলকাতা ৭০০ ০৯০	ট্রাই-সাইকেল, হুইল চেয়ার, ক্যালিপার, ক্রাচ, নকল পা/হাত ইত্যাদি
আলি জবরজং রাষ্ট্রীয় শ্রবণ বিকলাঙ্গ সংস্থা বি.টি. রোড, বনহুগলী, কোলকাতা ৭০০ ০৯০	শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র
রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকলাঙ্গ সংস্থা বি.টি. রোড, বনহুগলী, কোলকাতা ৭০০ ০৯০	ব্লাইন্ড স্টিক
বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ২০/১ বি, লালবাজার স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০০১	ট্রাই-সাইকেল, হুইলচেয়ার, ক্যালিপার, ক্রাচ, নকল পা/হাত, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ইত্যাদি

রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রতিবন্ধী মানুষদের সহায়ক সরঞ্জাম প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পারিবারিক মাসিক আয় ১২০১ টাকার কম হলে বিনামূল্যে এই সুবিধা পেতে পারবেন। রাজ্য সরকারের সুবিধা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বা পৌরসভার কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। অথবা বিডিও অফিসে ব্লক সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়া কিছু বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকেও এই সহায়তা দেওয়া হয়।

শিক্ষা সংক্রান্ত সহায়তা

- ভারতবর্ষের সংবিধানের ৪৫ নং ধারায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরাও ভারতবর্ষের নাগরিক এবং সংবিধান স্বীকৃত অধিকার ভোগ করার স্বাধীনতা তাদের আছে। সেই হিসেবে প্রতিটি সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রতিটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার আছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের (সমান সুযোগ-সুবিধা, অধিকার সুরক্ষা ও সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫-এর ৩৯ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা নং 846 - SE (PRY) dt. 12.08.1998 - অনুযায়ী এই আসন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক।
- সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত প্রতিটি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে মাসিক ৬০ টাকা ছাত্রবৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সুবিধা পেতে হলে স্থানীয় এস.ডি.ও অফিসে ব্লক সমাজকল্যাণ অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- অষ্টম শ্রেণির উর্দ্ধে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের এই ছাত্রবৃত্তি পেতে হলে ব্লক/জেলা মাস এডুকেশন অফিসারের সাথে অথবা ডাইরেক্টর, মাস এডুকেশন, বিকাশ ভাবন (১০ তলা)। সল্ট লেক, কোলকাতা -৭০০ ০৯১-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- এছাড়া সর্বশিক্ষা মিশনের তরফ থেকেও সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেমন,
  - বই ও শিক্ষা সরঞ্জাম কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা।
  - স্কুল ইউনিফর্ম কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা।
  - অস্থি ও একাধিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ভাড়া বাবদ আর্থিক সহায়তা।
  - দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাহায্যকারী (রিডার)-এর বেতন বাবদ আর্থিক সহায়তা।
  - সহায়ক সরঞ্জাম কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা।

উপরোক্ত সহায়তা পেতে হলে যোগাযোগ করতে হবে:
জেলা সর্বশিক্ষা দপ্তর অথবা রাজ্য সর্বশিক্ষা বিভাগ, বিকাশ ভবন, তৃতীয় তল, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০ ০৯১।

যাতায়াতের সহায়তা

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের সড়ক, রেল ও বাস পথে যাতায়াতের জন্য সরকারি তরফ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সড়কপথে প্রতিটি বাস ও ট্রামে (সরকারি ও বেসরকারি) দুটি বসার আসন এবং লোকাল ট্রেনে একটি কামরা প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দপ্তরে আদেশনামা নং 3291(4)-W.T dt. 26.03.1992 অনুযায়ী কোলকাতা শহর ও শহরতলীতে যাতায়াতকারী (CSTC, CTC, SBSTC, NBSTC)-র সাধারণ বাসে ও ট্রামে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষেরা সমাজকল্যাণ দপ্তর কর্তৃক গৃহীত পরিচয়পত্র দেখিয়ে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন।
- ভারতীয় রেলে যাতায়াতের জন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষেরা সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ ছাড় পেতে পারবেন। এই সুবিধা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণিতেই পাওয়া যায়। রেলওয়ে বুকিং কাউন্টার থেকে নির্দিষ্ট ফর্ম সংগ্রহ করে মহকুমা অথবা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের শংসাপত্রসহ জমা দিলে এই সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।
- দৃষ্টিহীন/অস্থি প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন সরকারি কর্মীরা মাসিক ১০০ টাকা পরিবহন ভাতা বাবদ পেতে পারেন। (নির্দেশিকা নং 19029/2/86-E8, Govt. of India, Ministry of Finance)
- যদি কোনো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ মোটর-চালিত যানের মালিক হন,তবে তাঁকে রোড ট্যাক্স দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়ে থাকে। উক্ত ব্যক্তির মাসিক আয় ২৫০০ টাকার কম হলে নিম্নোক্ত হারে সরকার স্বীকৃত পেট্রল পাম্প থেকে পেট্রল/ডিজেল ৫০% শতাংশ কম দামে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে -

– ২ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতিমাসে ২৫ লিটার
– ২ অশ্বশক্তির বেশি ক্ষমতা বিশিষ্ট গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৫০ লিটার

এই প্রকল্পের জন্য জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিকের দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

আর্থিক সহায়তা

- ১৮ বছর বয়সের উর্দ্ধে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের আর্থিক স্বনির্ভর করার জন্য রাজ্য সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে ব্যবসা শুরু করার জন্য এককালীন ১০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সুবিধা পেতে হলে ব্লক সমাজকল্যাণ অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- যে সমস্ত বিশেষ চাহিদাম্পন্ন মানুষ তাঁদের প্রতিবন্ধকতার জন্য নিজস্ব কর্মময় জীবনযাপন করতে পারেন না তাঁদের জন্য সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে মাসিক ৫০০ টাকা অক্ষম ভাতা হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সুবিধা পেতে হবে ব্লক সমাজকল্যাণ অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত এ গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের নির্দেশিকা নং 1595 (17) P & R. D (I.R.D.P.)/ 19C-11/98 dt. 09.03.1999 - অনুযায়ী জওহর রোজগার যোজনা, মিলিয়ন ওয়ে স্কীম, সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্প, ইন্দিরা আবাস যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পগুলিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।
- সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে সি ও ডি পোষ্টে ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের তরফে করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ দপ্তরের নির্দেশিকা নং 31-13/91 P..B dt. 24.07.1993 অনুযায়ী শিক্ষিত (গ্রামীণ এলাকায়-অষ্টম শ্রেণি ও শহরাঞ্চলে-মাধ্যমিক) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের ফোন বুথ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সুবিধা গ্রহণের জন্য স্থানীয় বিধায়ক/সাংসদের কাছ থেকে বেকারত্বের শংসাপত্র সংগ্রহ করে স্থানীয় টেলিফোন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।
- কেরোসিন ও এল.পি.জি ডিলারশিপের জন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে প্রার্থীর মাসিক আয় ৫০,০০০ টাকার কম হতে হবে এবং ব্যক্তির বয়স ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং প্রার্থীকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করে আঞ্চলিক কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।
- প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে ১৯৯৭ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ যোজনা এবং উন্নয়ন নিগম গঠিত হয়।
  - এই নিগম থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতিবন্ধকতার হার ৪০ শতাংশ বা তার বেশি হতে হবে এবং বয়সসীমা ১৮ বছর থেকে ৫৫ বছর হতে হবে।
  - পারিবারিক আয় গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে বার্ষিক ৫৫ হাজার এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৬০ হাজার হতে হবে।
  - নিগম থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষদের অভিভাবকরাও এই ঋণ পেতে পারেন
  - নিগম থেকে সহায়তা পেতে স্থানীয় ব্লক সমাজ কল্যাণ অফিসার অথবা জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত কয়েকটি সংগঠনের নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হল :

১. **মাখলা মুক্তধারা** | গরলগাছা,ডানকুনি, হুগলী | ফোন : ৯৮৩০৪৩৫০৪৮
২. **সোসাইটি ফর দ্য ভিস্যুয়াল হ্যান্ডিক্যাপড** | অ্যাপার্টমেন্ট-১ বি, ১২ ডোভার রোড | কোলকাতা ৭০০ ১০৪ | ফোন : ০৩৩ ২৪৭৫ ৯৫৮১, ৮৮৬৫
৩. **সঞ্চার** | এ ২/ ৬ ডায়মন্ড পার্ক, কোলকাতা ৭০০ ১০৪ | ফোন : ০৩৩ ২৪৯৭ ৫৬২৫
৪. **বসিরহাট রি-লাইফ হ্যান্ডিক্যাপড সোসাইটি** | গ্রাম ও পো: - স্কুলবাড়ি, ব্লক - বসিরহাট - ২ | উত্তর ২৪ পরগণা
৫. **গ্রাহাম বেল সেন্টার ফর দ্য ডেফ** | পাণ্ডুয়া, হুগলী | ফোন : ৯৪৭৫০০০১২৪
৬. **শ্রুতি ডিসএবিটিডি রাইটস সেন্টার** | ৫এ. আর কে ঘোষাল রোড, কসবা | কলকাতা ৪২ | ফোন: ০৩৩ ২৪৪১৮০৮০

List of Govt. Recognized Disability Centers in West Bengal

This is an incomplete list of organizations recognized and receiving Grant-In-Aid from M/o. Social Justice & Empowerment, Govt. of India, with focus on institutions helping brain damaged children with CP, MR, Down, Autism, and Multiple Handicap. The list does not include centers for the Blind, Hearing Impaired, Orthopedically Handicapped and Adult Help sites. Last updated 26th June 2010

Name of the Organisations, Addresses & Area of Activities

Alakendu Bodh Niketan	**Asansol Anandam**	**ETR for the Disabled**	**HOPE**
P-1/4/1, CIT Scheme-VII-M, VIP Road, Kankurgachi, Calcutta-700054	St.Vincent School Campus, S.B.Gorai Road, Asansol, Bardhaman	104/106, NSC Bose Road, P.O.Naktala, Calcutta-700047I	H.F.C. Township, Durgapore-713212
Spl School & VTC for MR (Main Unit)	Special Child Development Centre	VTC for the disabled	Education Centre for Multilple Handicapped
Barjora Ashar Alo	**BIKASHAYAN**	**Indian Institute of Cerebral Palsy**	**Jalpaiguri Welfare Organization**
Barjora, Bankura, Pinl-722202	140/6, South Sinthee Road, Calcutta-700050	P-33/1, Taratolla Road, Opp.M.E.College, Calcutta-700088	Club Road, (Opp.P.D.College), P.O. & Distt.Jalpaiguri, PIN-733101
Special School for MR Children & Therapy Courses	Day Care Centre for MR	Project for C.P. Children	Special Education Centre for Spastics
Chittaranjan Smriti Pratibandhi Seva Kendra	**Eastern Comand of Army wives Welfare Association (Army Welfare Society)**	**Karimpur Social Welfare**	**Korak Pratibandhi Kalyan Kendra**
Rutha Main Road, Shyamnagar, 24-Paraganas(Northl	Command Hospital (Ec) Complex Alipore Kolkata-27	1 No.Tarakdas Road,P.O.Karimpur distt,Nadia	1/25, Gorakshabari Road, Nager Bazar, Calcutta
Special School for MR Children	Asha School, Calcutta	Society. School cum Training Centre for VH	Special School for MH
Kotwali Saleha Memorial School for Hearing & Mentally Handicapped	**Manovikas Insitite of trg & reh for mr**	**Rampurht Spastics and Handicapped Society**	**REACH**
Vill. & PO Kotwali,Distt.Malda-732144	482, Madudah Plot 1/24, Sector-5, E.M.Bypass, Calcutta-700078	PO,Rampurhat,Chamragudam, P.s.Rampurhat,Distt,Birbhum	18/2/A/3, Udai Sanker Sarani, Calcutta
Special School for MH/HH Children	Resi School for MR Children	Spl School for MR	Special Child Development Centre
Rehabilitation Centre for Children	**Sevayatan Kalyan Kendra**	**SHELTER**	**Siniary Schedule Caste Welfare**
59, Motilal Gupta Road, Barisha, Kolkata- 700008	P.O.Sevayatan, P.S.Jhargram, Distt.Midnapur	3, Kalbaati Lane, Bhadreswar, Hooghly-712124	Vill,Ballavpur,P.o.,Sukhakhola,Block-Patashpur-II,Distt,Purba Medinipu
Distribution of Aids and Appliances	Special School for Deaf, Dumb & MR	Special school for MR	Spl School for Mr Children
Society for Mental Health Care	**The Society for Comprehensive Rehab. Service (SCRS)**	**Voice of World**	**West Bengal Council for Child Welfare**
P.O. & Vill.Khajurdhi, Via Katwa, Distt.Burdwan-713518	36, Ballygunge Circular Road, Calcutta-700019	3,Childram Mudi Lane, Kolkata	42, Ramesh Mitra Road, Calcutta-700025
Shishu Bodh Niketan for MR Children	Rehabilitation of Handicapped	Spl.School for VH	Rehabilitation Centre for Mentally Ill

C.P=Cerebral Palsy M.R=Mentaly Retarded

ADDRESSES OF THE SPECIAL EMPLOYMENT EXCHANGES IN DIFFERENT STATES FOR PHYSICALLY HANDICAPPED (RUNNING)

The Regional Employment Officer. Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Azamabad, Hyderabad-500020.	The Employment Officer, Special Employment Exchange for physically Handicapped, Barrack No. 1/ E-5, Block No.1/E-5, Block A, Curzon Road, New Delhi	The Employment Officer, Special Employment Exchange For Physically Handicapped, No. 5, Crescent Road, High Grounds, West Bangalore – 560020.	The Special Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Merchanitile Chambers, 3rd Floor, Graham Road, Ballard Estate, Bombay-400001.
The Sub-Regional Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Block No. 2, Gill Road, Ludhiana, Punjab	The Assistant Director, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, 33, Mount Road, Nandanam, Madras-600035	The Special Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Behala Industrial Estate, 620, D.H. Road, Calcutta-700034.	The Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, G. T. Road, Kanpur-208002.
The Employment Officer, Special Employment Exchange for physically Handicapped, Nadavanam Road, Palayam, Trivandrum, Kerala.	The Employment officer, Special Employment Exchange for physically Handicapped 965, Wright Town, Jabalpur- 48200	The Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Combined Labour Building, Bailey Road, Patna-800001	The Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, 1282, Sector 13-C, Chandigarh- 160018
The Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Dte. of Employment andTraining Stock Palace, Simla- 171002. (H.P.)	The Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Jaipur-302001 (Rajasthan).	The Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Dte. of Employment, Flat No. 367, Sahid Nagar, Bhubaneshwar-751007 (Orissa)	The Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Guwahati, Assam
The Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Agartala, Tripura.	The Sub-Regional Employment Officer for Physically Hand- Capped, Kotli Building, Baroda (Gujarat).	The Special Employment Officer, Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Salajose Cross Road, Opp. S.V. College, Ahmedabad-380001.	The Director. Special Employment Exchange for Physically Handicapped, Manipur, Imphal.

ভারতে শিশুশ্রমিকদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ আজও সম্ভব হয়নি

শিশুশ্রমিকদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ আজও সম্ভব হয়নি, অদূর ভবিষ্যতে হবে এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। নিচে জনগণনার যে তথ্য দেওয়া হল তা অনেক তথ্যের মধ্যে একটি মাত্র। আরও অনেক তথ্য আছে। এবারের সংকলনে এমন কিছু তথ্য পরিবেশিত হল।

রাজ্য-ওয়াড়ি শিশু শ্রমিকের সংখ্যা (৫-১০) : জনগণনা ১৯৭১-২০০১

- এমন একটিও রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নেই যেখানে শিশুশ্রমিক নেই।
- ধারাবাহিকভাবে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা কমেছে, এমন রাজ্য ১টি (কেরালা) এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ২টি (লাক্ষাদ্বীপ ও পন্ডিচেরী)।
- ধারাবাহিকভাবে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে, এমন রাজ্য ২টি (নাগাল্যান্ড ও পশ্চিমবঙ্গ) এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ১টি (দিল্লি)।
- ১৯৮১-১৯৯১ - এই সময়ের মধ্যে ভারত সহ বেশিরভাগ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা কমেছে। কমেনি, এমন রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ।
- ২০০১ সালের জনগণনার অনুসারে যে ৮টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শতাংশের হিসাবে শিশুশ্রমিকের অংশ তুলনামূলকভাবে বেশি সেগুলির অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গ (৬.৮%)। বাকী ৭টি হল অন্ধ্রপ্রদেশ (১০.৮%), বিহার (৮.৮%), কর্ণাটক (৬.৫%), মধ্যপ্রদেশ (৮.৪%), মহারাষ্ট্র (৬%), রাজস্থান (১০%) ও উত্তরপ্রদেশ (১৫.২%)। এই আটটি মিলিয়ে শিশুশ্রমিকের অংশ ৭২.২%।

ক্রম	রাজ্য	১৯৭১	১৯৮১		১৯৯১		২০০১****		রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শিশুশ্রমিকের অংশ (%) ১৯৯১	২০০১
০১	অন্ধ্রপ্রদেশ	১৬২৭৪৯২	১৯৫১৩১২	+	১৬৬১৯৪০	-	১৩৬৩৩৩৯	-	১৪.৭	১০.৮
০২	আসাম*	২৩৯৩৪৯	**		৬২৭৫৯৬		৩৫১৪১৬	-	২.৯	২.৮
০৩	বিহার	১০৫৯৩৫৯	১১০১৭৬৪	+	৯৪২২৪৫	-	১১১৭৫০০	+	৮.৩	৮.৮
০৪	গুজরাট	৫১৮০৬১	৬১৬৯১৩	+	৫২৩৫৮৫		৪৮৫৫৩০	-	৪.৬	৩.৮
০৫	হরিয়ানা	১৩৭৮২৬	১৯৪১৮৯	+	১০৯৬৯১	-	২৫৩৪৯১	+	১.০	২.০
০৬	হিমাচল প্রদেশ	৭১৩৮৪	৯৯৬২৪	+	৫৬৪৩৮	-	১০৭৭৭৪	+	০.৫	০.৯
০৭	জম্মু ও কাশ্মীর	৭০৪৮৯	২৫৮৪৩৭	+	**		১৭৫৬৩০		০.০	১.৪
০৮	কর্ণাটক	৮০৮৭১৯	১১৩১৫৩০	+	৯৭৬২৪৭	-	৮২২৬১৫	-	৮.৭	৬.৫
০৯	কেরালা	১১১৮০১	৯২৮৫৪	-	৩৪৮০০	-	২৬১৫৬	-	০.৩	০.২
১০	মধ্যপ্রদেশ	১১১২৩১৯	১৩৯৮৫৯৭	+	১৩৫২৩৬৫	-	১০৬৫২৫৯	-	১২.০	৮.৪
১১	মহারাষ্ট্র	৯৮৮৩৫৭	১৫৫৭৭৫৬	+	১০৬৮৪২৭	-	৭৬৪০৭৫	-	৯.৫	৬.০
১২	ছত্তিশগড়	রাজ্যটির জন্ম এই সময়কালের পরে হয়েছে।					৩৬৪৫৭২		০.০	২.৯
১৩	মনিপুর	১৬৩৮০	২০২১৭	+	১৬৪৯৩	-	২৮৮৩৬	+		
১৪	মেঘালয়	৩০৪৪০	৪৪৯১৬	+	৩৪৬৩৩	-	৫৩৯৪০	+		
১৫	ঝাড়খন্ড	রাজ্য দু'টির জন্ম এই সময়কালের পরে হয়েছে।					৪০৭২০০		০.০	৩.২
১৬	উত্তরাখন্ড						৭০১৮৩		০.০	০.৬
১৭	নাগাল্যান্ড	১৩৭২৬	১৬২৩৫	+	১৬৪৬৭	+	৪৫৮৭৪	+		
১৮	ওড়িশা	৪৯২৪৭৭	৭০২২৯৩	+	৪৫২৩৯৪	-	৩৭৭৫৯৪	-	৪.০	৩.০
১৯	পাঞ্জাব	২৩২৭৭৪	২১৬৯৩৯	-	১৪২৮৬৮	-	১৭৭২৬৮	+	১.৩	১.৪
২০	রাজস্থান	৫৮৭৩৮৯	৮১৯৬০৫	+	৭৭৪১৯৯	-	১২৬২৫৭০	+	৬.৯	১০.০
২১	সিকিম	১৫৬৬১	৮৫৬১	-	৫৫৯৮	-	১৬৪৫৭	+	০.০	০.১
২২	তামিলনাড়ু	৭১৩৩০৫	৯৭৫০৫৫	+	৫৭৮৮৮৯	-	৪১৮৮০১	+	৫.১	৩.৩
২৩	ত্রিপুরা	১৭৪৯০	২৪২০৪	+	১৬৪৭৮	-	২১৭৫৬	+	০.১	০.২
২৪	উত্তরপ্রদেশ	১৩২৬৭২৬	১৪৩৪৬৭৫	+	১৪১০০৮৬	-	১৯২৭৯৯৭	+	১২.৫	১৫.২
২৫	**পশ্চিমবঙ্গ**	৫১১৪৩৩	৬০৫২৩৩	+	৭১১৬৯১	+	৮৫৭০৮৭	+	৬.৩	৬.৮
২৬	অরুণাচল প্রদেশ	১৭৯২৫	১৭৯৫০	+	১২৩৯৫	-	১৮৪৮২	+	০.১	০.১
২৭	গোয়া				৪৬৫৬		৪১৩৮	-	০.০	০.০
২৮	মিজোরাম	***	৬৩১৪		১৬৪১১	+	২৬২৬৫	+		
	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল									
০১	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৫৭২	১৩০৯	+	১২৬৫	-	১৯৬০	+		
০২	চন্ডিগড়	১০৮৬	১৯৮৬	+	১৮৭০	-	৩৭৭৯	+		
০৩	দাদরাও নগর হাভেলি	৩১০২	৩৬১৫	+	৪৪১৬	+	৪২৭৪	-		
০৪	দিল্লি	১৭১২০	২৫৭১৭	+	২৭৩৫১	+	৪১৮৯৯	+	০.২	০.৩
০৫	দামন ও দিউ	৭৩৯১	৯৩৭৮	+	৯৪১	-	৭২৯	-		
০৬	লাক্ষাদ্বীপ	৯৭	৫৬	-	৩৪	-	২৭	-		
০৭	পন্ডিচেরী	৩৭২৫	৩৬০৬	-	২৬৮০	-	১৯০৪	-		
ভারত (মোট)		১০৭৫৩৯৮৫	১৩৬৪০৮৭০	+	১১২৮৫৩৪৯	-	১২৬৬৬৩৭৭	+	১০০.০	১০০.০

Note : *1971 Census figures of Assam includes figures of Mizoram. ** Census could not be conducted. *** Census figures 1971 in respect of Mizoram included under Assam. **** includes marginal worker also.

বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত শিশুশ্রমিকের সংখ্যা (৫-১৪) : জনগণনা ২০০১

১	পান, বিড়ি ও সিগারেট	২৫২৫৭৪	৭	অটো ওয়ার্কশপ, গাড়ি রিপেয়ার	৪৯৮৯৩
২	নির্মাণ শিল্প	২০৮৮৩৩	৮	জেম কাটিং, জুয়েলারি	৩৭৪৮৯
৩	গৃহ শ্রমিক*	১৮৫৫০৫	৯	কার্পেটশিল্প	৩২৬৪৭
৪	বয়নশিল্প	১২৮৯৮৪	১০	কাঁচশিল্প	১৮৮৯৪
৫	ইটখোলা/টালিখোলা	৮৪৯৭২	১১	আগরবাতি, ধুপ ও ডিটারজেন্ট তৈরি	১৩৫৮৩
৬	ধাবা/রেস্তোঁরা/হোটেল/মোটেল*	৭০৯৩৪	১২	অন্যান্য	১৩৫১৬২
	মোট ১২১৯৪৭০				

* Ministry issued notification to include children working as domestic workers and in dhabas/restaurants, hotels. etc. in the list of hazardous occupations. 10th October 2006

অসুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য আরও কিছু তথ্য

- For the year 2000, the ILO projects that there will be 13,157,000 economically active children, 5,992,000 girls and 7,165,000 boys between the ages of 10-14, representing 12.07% of this age group. (ILO STAT, Working Papers, 1997)
- The Law Minister said that the country has 20 million childlabourers. ("Laws alone cannot tackle child labour", Indian Express, 5 February 2000)
- National Labour Institute indicates that out of 203 million children between the ages of 5 and 14, 116 million are in school, 12.6 million are in full-time employment, and the status of 74 million is unknown. Most, if not all, of the 87 million children, not in school, do housework, work on family farms, work alongside their parents as paid agriculturallabourers, work as domestic servants, or are otherwise employed. (US Dept of State, Human Rights Report, 1999)
- There are 150 million child workers. (IWGCL, Working Children: Reconsidering the Debates, 1998)
- In 1998, the South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) estimated there were 60 million childlabourers in India.(SACCS,Kailash Satyarthi, personal communication, 1998)
- The ILO estimated the number of child workers as 44 million, while some NGO estimates show it as 55 million. (US Dept of State, Human Rights Report, 1998)
- As many as 100 million boys and girls are believed to be working in homes and factories across India, many under conditions akin to slavery. ("Child Labour Ruling Provokes Scorn", ECPAT Bulletin, Vol. 4/1, 1996-97)
- A survey of child labour throughout the country ordered by the Supreme Court was completed during 1997, and it documented the existence of some 126,665 wage-earning childlabourers. When this figure was challenged as patently low, the states conducted a second survey, in which an additional 428,305 childlaboursersin hazardous industries were found. However, even the combined total of the two surveys understates the true dimension of the problem. (US Dept of State, Human Rights Report, 1999)
- Francoise Remington, founder of Forgotten Children, estimates India has 55 million child workers in the age group of 6-14 years. (Mary E. Williams, Child Labor And Sweat Shops, 1999, citing testimony before the US Sub-Committee on International Operations and Human Rights, 15 July 1996)
- There are around 77 million childlabourers in the country. (CACL, "An Alternative Report on the Status of Child Labour in India", submission to the UN CRC, September-October 1999, citing Commission on Labour Standards and International Trade, Government of India, 1995, based on the families living below the poverty line)
- In 1995, there were 14,802,000 economically active children between the ages of 10-14, representing 14.38% of this age group. Of these children, 6,725,000 were girls and 8,077,000 were boys. (ILO STAT, Working Papers, 1997)
- The figures for child labour are 20 million. (CACL, "An Alternative Report on the Status of Child Labour in India", submission to the UN CRC, September-October 1999, citing the Indian Labour Minister, August 1994)
- The government-established Commission on Labour Standards found the number of childlabourers in 1993 to be 25 million, and growing at 4% each year. (El Barometer, 1998)
- The Government of India acknowledges 17.5 million working children, but other estimates note 44 million to over 100 million child workers. (US Dept of Labor, Sweat and Toil of Children, 1994)
- There are 17 million child workers according to the 43rd NSS report. (ILO-IPEC, Implementation Report, 1992-1993)
- Total child labour is estimated to be between 17 to 44 million, of which 80% are in the agricultural sector. (ILO-IPEC, Implementation Report, 1992-1993)
- Of the 210 million children between the ages of 5-14 years, 11,285,000 are child workers (5.4%) according to the 1991 National Census. (US Dept of Labor, Sweat and Toil of Children: Efforts to Eliminate Child Labour, 1998)

শিশুশ্রম : বিশ্বের দেশে দেশে

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বেই শিশুশ্রমিক আছে। বিশ্বের এমন ৯২টি দেশের তালিকা এখানে প্রকাশ করা হল। যেসব দেশের পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়নি এবং যেসব দেশের তেমন পরিচিতি নেই সেগুলিকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের উদ্যোগে ১২ জুন শিশুশ্রম বিরোধী দিবস পালন করা হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে এই তথ্য প্রকাশ, পাঠকরা যাতে অনুধাবন করতে পারেন যে শিশুশ্রম প্রতিরোধ একটি আন্তর্জাতিক সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম দেশের ও আন্তর্জাতিক স্তরে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। স্থান সংকুলানের অভাব এটিকে বাংলায় প্রকাশ করা সম্ভব হলনা।

GLOBAL STATISTICS : Percentage of children aged 5-14 engaged in child labour

Sr No	Countries and territories	Percentage				Year	Source	Sr No	Countries and territories					Year	Source
		Total	Male	Female						Total	Male	Female			
1	Afghanistan	13	17	9	y	2007-08	NRVA	47	Kyrgyzstan	4	4	3		2006	Kyrgyzstan MICS 2006 table produced at UNICEF HQ
2	Albania	12	14	9		2005	Albania 2005 MICS data, UNICEF HQ calculations	48	Lebanon	7	8	6		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations
3	Algeria	5	6	4		2006	Algeria 2006 MICS data, UNICEF HQ calculations	49	Madagascar	28	29	27	y	2007	Enquête nationale sur le travail des enfants
4	Angola	24	22	25		2001	2001 MICS data, UNICEF HQ calculations	50	Malawi	26	25	26		2006	2006 MICS data, UNICEF HQ calculations
5	Argentina	7	8	5	y	2003	Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), MTEySS/INDEC. Not for entire country, only surveyed regions. 5-13, not 5-14 years. Definition: children who worked at least 1 hour the previous week.	51	Mali	34	35	33		2001	2001 DHS data, UNICEF HQ calculations
6	Armenia	4	-	-	y	2007	Child labour in the Republic of Armenia: Report (Situation analysis). Yerevan, 2007. Page 26. Paid employment, children 7-17 years.	52	Mauritania	16	18	15		2007	Mauritania 2007 MICS, final report, Table CP.2, p. 101
7	Azerbaijan	7	8	5	y	2005	Dayioglu, Meltem. 2007. Working children in Azerbaijan: An analysis of the 2005 child labour and labouring children surveys. State Statistical Committee [Azerbaijan] and ILO. Page 31 (national definition of child labour, children 5-17 years)	53	Mexico	6	7	5	y	2007	Trabajo infantil en Mexico 2007: una aproximación desde la participacion de la niñez en las actividades productivas.
8	Bahrain	5	6	3		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations	54	Mongolia	18	19	17		2005	Mongolia MICS 2005 table produced at UNICEF HQ
9	Bangladesh	13	18	8		2006	2006 MICS data, UNICEF HQ calculations	55	Montenegro	10	12	8		2005	MICS
10	Belarus	5	6	4		2005	Belarus MICS data, UNICEF HQ calculations	56	Morocco	8	9	8		2006	Enquête Nationale à Indicateurs Multiples et Santé des Jeunes: ENIMSJ 2006-2007. Rabat: Ministère de la Santé, 2008. Tab. 5.4, p. 50.
11	Bhutan	19	16	22	y	2003	Living Standards Survey, UCW Project calculations (economic activity, 10-14 years)	57	Mozambique	22	21	24		2008	MICS
12	Bolivia	22	22	22		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations	58	Namibia	13	15	12	y	1999	Namibia Child Activities Survey (NCAS), UCW Project calculations (economic activity, 6-14 years, by hours of work)
13	Botswana	9	11	7	y	2005-06	Labour Force Survey	59	Nepal	34	30	38	y	2008	NLFS
14	Brazil	4	5	3	y	2007-08	IBGE	60	Nicaragua	15	18	11		2001	2001 DHS data, UNICEF HQ calculations
15	Burundi	19	19	19		2005	Burundi MICS 2005, Final Report, Tab. CP.2, p. 93	61	Niger	43	43	43		2006	2006 DHS data, UNICEF HQ calculations
16	Cambodia	45	45	45	y	2001	Cambodia Child Labour Survey, UCW Project calculation (economic activity, 5-14 years)	62	Panama	11	-	-	y	2008	Analisis del trabajo infantil en Panama 2000-2008, INEC/CGR
17	Cameroon	31	31	30		2006	2006 MICS data, UNICEF HQ calculations	63	Paraguay	15	17	12		2004	Encuesta permanente de hogares (EPH), UCW Project calculations
18	Cape Verde	3	4	3	y	1998	Inquerito as despesas e receitas familiares, UCW Project calculations (economic activity, 10-14 years)	64	Peru	34	31	36	y	2007	Encuesta sobre Trabajo Infantil (ETI) 2007, ILO-INEI
19	Central African epublic	47	44	49		2006	Central African Republic 2006 MICS, Final Report, Tab CP.2, p. 171	65	Philippines	12	13	11		1999	1999 MICS data, UNICEF HQ calculations
20	Chad	53	54	51		2004	2004 DHS data, UNICEF HQ calculations	66	Portugal	3	4	3	y	2001	Labour Force Survey, UCW Project calculations (economic activity, 6-14 years)
21	Chile	3	3	2		2003	Encuesta nacional sobre las actividades de niños y adolescentes, UCW Project calculations	67	Moldova	32	32	33		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations
22	Colombia	7	9	4	y	2007	Gran Encuesta Integrada de Hogares	68	Romania	1	1	1		2000	Household labour force survey, UCW Project calculations
23	Comoros	27	26	28		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations	69	Rwanda	35	36	35		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations
24	Congo	32	29	34		2001	2001 MICS data, UNICEF HQ calculations	70	Senegal	22	24	21		2005	2005 DHS data, UNICEF HQ calculations
25	Djibouti	8	8	8		2006	Final MICS report, p. 70, Tab. C.V.2	71	Serbia	4	5	4		2005	MICS
26	Dominican Republic	10	12	7		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations	72	Sierra Leone	48	49	48		2005	2005 MICS data, UNICEF HQ calculations
27	Ecuador	8	7	8		2008	Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), December 2008, http://www.inec.gov.ec, UNICEF HQ calculations	73	Somalia	49	45	54		2006	2006 MICS data, UNICEF HQ calculations
28	Egypt	7	8	5		2005	2005 DHS data, UNICEF HQ calculations	74	Sri Lanka	8	9	7		2006	Child activity survey, UCW Project calculations
29	El Salvador	6	9	4	y	2003	Encuesta de hogares de propósitos múltiples (MECOVI), UCW Project calculations (economic activity, 5-14 years, by hours of work)	75	Sudan	13	14	12		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations
30	Equatorial Guinea	28	28	28		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations	76	Suriname	6	7	5		2006	Suriname MICS 2006, Final Report, standard tables
31	Ethiopia	53	59	46		2005	National Labour Force Survey, UCW Project calculations	77	Swaziland	9	9	9		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations
32	Gambia	25	20	29		2006	MICS table produced at UNICEF HQ	78	Syrian Arab Republic	4	5	3		2006	Syria MICS 2006 table produced at UNICEF HQ
33	Georgia	18	20	17		2005	MICS final report, Tab. CP.2, p. 107	79	Tajikistan	10	9	11		2005	Tajikistan MICS 2005 table produced at UNICEF HQ
34	Ghana	34	34	34		2006	Ghana MICS 2006 table produced at HQ	80	Thailand	8	8	8		2006	Thailand MICS 2005-06 table produced at UNICEF HQ
35	Guatemala	21	-	-	y	2006	ENCOVI	81	Timor-Leste	4	4	4		2002	Timor-Leste 2002 MICS
36	Guinea	25	26	24		2003	2003 MICS data, UNICEF HQ calculations	82	Trinidad and Tobago	1	1	1		2006	Trinidad and Tobago MICS 2006 table produced at UNICEF HQ
37	Guinea-Bissau	39	41	37		2006	Guinea-Bissau MICS 2006, Final Report, Tab. CP.2, p. 163	83	Turkey	3	3	2	y	2006	TURKSTAT Child Labour Force Survey, Table 1
38	Guyana	16	17	16		2006	Guyana 2006 MICS, Final Report, Tab. CP.2, p. 127	84	Uganda	36	37	36		2000-01	2000-01 DHS data, UNICEF HQ calculations
39	Haiti	21	22	19		2005-06	2005-06 DHS data, UNICEF HQ calculations	85	Ukraine	7	8	7		2005	MICS 2005, Draft Final Report, Tab. CP.2
40	Honduras	16	16	15		2002	National Child Labour Survey, UCW Project calculations	86	Tanzania	21	23	19	y	2006	Integrated Labour Force survey
41	India	12	12	12		2005-06	2005-06 DHS data, UNICEF HQ calculations	87	Uruguay	8	8	8	y	2006	Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006 - INE (children 5-17, work outside of household, or household chores for more than 13 hours per week)
42	Indonesia	7	8	6	y	2009	Child Labour Survey	88	Venezuela	8	9	6		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations
43	Iraq	11	12	9		2006	Iraq MICS 2006 table produced at UNICEF HQ	89	Viet Nam	16	15	16		2006	Final MICS report, Table CP.2, page 4
44	Jamaica	6	7	5		2005	Jamaica MICS 2005 table produced at UNICEF HQ	90	Yemen	23	21	24		2006	Yemen MICS 2006, Final reporrt.
45	Kazakhstan	2	2	2		2006	MICS final report, Tab. CP.4, p. 134	91	Zambia	41	42	40	y	2009	UCW Zambia Report
46	Kenya	26	27	25		2000	2000 MICS data, UNICEF HQ calculations	92	Zimbabwe	13	12	14	y	1999	Labor Force Survey, UCW Project calculations (economic activity, 5-14 years)

DHS: Demographic and Health Surveys ■ ENCOVI: Encuesta nacional de condiciones de vida (Guatemala) ■ FOS/ILO/SIMPOC: Federal Office of Statistics/International Labour Organization/ Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labour (Nigeria) ■ INE: Instituto Nacional de Estadística (Uruguay) ■ ECOVI: Programa mejoramiento de las encuestas de condiciones de vida (El Salvador) ■ MICS: Multiple Indicator Cluster Surveys ■ NFLS: Nepal Labour Force Survey ■ NRVA: National Risk and Vulnerability Assessment (Afghanistan) ■ TURKSTAT: Turkish Statistical Institute ■ UCW: Understanding Children/'s Work (Zambia) ■ Data refer to years or periods other than those specified in the column heading, differ from the standard definition or refer to only part of a country. Such data are included in the calculation of regional and global averages.

Source : Childinfo : Monitoring the Situation of Children and Women

বিষয়	সংবাদ সূত্র	সংবাদ সংক্ষেপ
ধর্ষণ	একদিন ১৩.০৫.১১	**ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার :** উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় ৩ বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে ৭২ বছর বয়সি বটকৃষ্ণ কর্মকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
	একদিন ২৫.০৬.১১	**ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে মিলকর্মী গ্রেপ্তার :** ১০ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ হাওড়ার বালি জুট মিলের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।
	একদিন ২৫.০৭১১	**নাবালিকা ধর্ষণে গ্রেপ্তার এক:** মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুপাড়ায় চকলেটের লোভ দেখিয়ে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ দুই সন্তানের পিতা রাজকুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে।
শ্লীলতাহানি	একদিন ২৫.০৬.১১	**ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার :** হওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকায় আলাদা করে পড়ানোর নাম করে স্কুলের মধ্যে এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
হত্যা	একদিন ১০.০৫.১১ ১১.০৫.১১	**প্রাণ দিয়ে তরমুজ চুরির মাশুল বালিকার:** মালদহ জেলার চাঁচলের ঘটনা। পেটের ক্ষুধা মেটাতে আর চাঁদিফাটা গরমের হাত থেকে বাঁচতে কারবারিদের গাড়ি থেকে একটা তরমুজ তুলে নিয়েছিল একরত্তি মেয়ে কুলসম।এই অপরাধে তাকে খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে পিটিয়ে মারল কারবারিরা। কিন্তু এর থেকেও মর্মান্তিক সংবাদ হল ঐদিন রাতেই কুলসমের হত্যাকারীরা ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। এক সালিশি সভায় রাজনৈতিক নেতাদের মদতে ঠিক হয় ক্ষতিপূরণ বাবদ কুলসমের বাবাকে অভিযুক্তরা ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দেবে। ব্যাস, সব দোষ থেকে মুক্তি!
	দ্যা টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১৯.০৫.১১	**ভাইপোকে কুপিয়ে খুন জ্যাঠার :** মালদা জেলার এক গ্রামে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র চিরঞ্জিৎ মন্ডলকে তার আত্মীয়রা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। সে তার বাবার ক্ষেতের ফসল খেতে বাধা দিয়েছিল আত্মীয়দের ছাগলকে।
	একদিন ২৪.০৬.১১	**নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ মিলল:** হুগলির চন্ডিতলায় সাড়ে তিন বছরের এক শিশুর হাত-পা বাঁধা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুকুরে ফেলে শিশুটিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সে আগের সন্ধ্যে থেকে নিখোঁজ ছিল।
বিদ্যালয়ে শাস্তি	দ্য টেলিগ্রাফ ২০.০৫.১১	**শিক্ষিকার লাঠির ঘায়ে চোখ নষ্ট বালকের :** গত ২৯ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ডিমারি গ্রামের খোসখানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (তমলুক থেকে সাত কিমি দূরে) ৯ বছর বয়সি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র শান্তনু মন্ডল এক শিক্ষিকার (কুমকুম পন্ডা) প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পারায় বেত্রাঘাতের শিকার হয়। এর ফলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় চোখে আঘাত নিয়ে। সেখানে (ব্যারাকপুর দিশা আই হসপিটাল) তার চোখে অস্ত্রোপোচার হয়। গত ৫ মে তার চোখের ব্যান্ডেজ খোলা হয়। কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি ফেরেনি। ডাক্তাররা জানিয়েছেন সে বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে পেতে না পারে।
মুখে অ্যাসিড	আনন্দবাজার ২৫.০৫.১১	বীরভূমের নলহাটিতে জগধারী গ্রামে রাস্তার পাশের গাছ থেকে আম পাড়ার অপরাধে ১২ বছরের সপ্তম মহলদাবের মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে শাস্তি দিয়েছে কিছু লোক।
পরিচারিকা	আনন্দবাজার ০৪.০৬.১১	**কিশোরী পরিচারিকার শরীরে গরম ছুঁচের খোঁচা :** গয়না চুরি করেছে - শুধু সন্দেহের বশেই বাড়ীর পরিচারিকার উপর অমানবিক অত্যাচার চালালো গৃহকর্তা। প্রথমে মারধোর করা হয়, পরে ছুঁচ গরম করে গায়ে খোঁচা দেওয়া হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পরিচারিকাটিকে শেষপর্যন্ত সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। মেয়েটির নাম সুনীতা বাগদি, সে বীরভুম জেলার ময়ুরেশ্বর থানার দাসপলসা গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনাটি ঐ গ্রামেরই।
	আনন্দবাজার ২০.০৭.১১	**পরিচারিকা নিগ্রহে গ্রেপ্তার :** মালদহের কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা ১২ বছরের মিঠু বর্মনকে পরিচারিকা হিসাবে রাখা ও তাকে প্রহারের ঘটনায় পুলিশ অনিত রাথিয়া নামে বেহালার এক প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করেছে।
পরিচারিকা খুনে কারাদন্ড	একদিন ৩০.০৬.১১	**পরিচারিকা খুনে সশ্রম কারাদন্ড ডাক্তার দপ্ততির :** ২০০৬ সালে উত্তর ২৪ পরগনার এক ডাক্তার দম্পতি ১১ বছরের পরিচারিকাকে মারধর করার ফলে তার মৃত্যু হয়। তাদের বিরুদ্ধে ৩০৪ (এ) ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। ২৯ জুন ট্রায়ালে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে তাদের ১০ বছর সাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয়।
শিশুশ্রমিক নিগ্রহ	আনন্দবাজার ২৭.০৬.১১	**মোবাইল চোর সন্দেহে বিদ্যুতের শক বালককে :** বর্ধমানের পান্ডবেশ্বরের একটি মিষ্টির দোকানে কর্মরত ১০ বছরের বালককে মোবাইল চোর সন্দেহে প্রথমে মারধর করা হয় ও পরে বিদ্যুতের শক দেওয়া হয়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এই অত্যাচার চলে। ছেলেটির মা পান্ডবেশ্বর থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তাকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়। পরে জেলার পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটে।
পাচার-উদ্ধার	একদিন ১৮.০৫.১১	মাদক মিশ্রিত খাবার খাইয়ে ইছাপুরের ন'পাড়ার ১০ বছরের একটি বাচ্চাকে পাচার করা হচ্ছিল। জনতার তৎপরতায় সে উদ্ধার হয় রানাঘাটে।
	দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২০.০৫.১১	মালদা টাউন স্টেশন থেকে পাঁচ জন বালককে জিআরপি উদ্ধার করেছে। এদেরকে বারাণসীতে পাচার করা হচ্ছিল কার্পেট তৈরির কাজে। পাচারকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।
	একদিন ০৬.০৬.১১	**ঘরের ভেতর ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে উদাও হল শিশু:** নদীয়া জেলার শান্তিপুর এলাকার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ি থেকে রাতে মায়ের পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় রহস্যজনকভাবে একটি শিশু উধাও হয়েছে। পুলিশের অনুমান এতে পাচারকারীদের হাত থাকতে পারে।
	একদিন ২১.০৬.১১	**দিল্লিতে পাচারের আগেই উদ্ধার চার শিশু :** কোচবিহারের চা-বাগানের চার শিশুকে ভালো খাবারের লোভ দেখিয়ে জলপাইগুড়ির ফালাকাটা হয়ে দিল্লিতে পাচারের সময় স্টেশন থেকে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ। দুই পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই কোচবিহারের চা-বাগান থেকে দুই শিশু নিখোঁজ হয়েছিল। পরে পুলিশের সহযোগিতায় তাদের দিল্লি থেকে উদ্ধার করা হয়।
	একদিন ২৪.০৬.১১	**মাদক খাইয়ে স্কুলছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা :** হওড়ার উলুবেড়িয়ায় ১৪ বছরের এক স্কুলছাত্রীকে মাদক মেশানো পানীয় খাইয়ে অপহরণের চেষ্টা করেছিল এক দুস্কৃতি। পথচলতি মানুষ অপহরণকারীকে ধরে ফেলে।
	একদিন ১৮.০৭.১১	**মেয়ে পাচারকারীকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে দিল জনতা :** দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের মাঝেরহাট এলাকার ১৬ বছরের এক কিশোরীকে দিল্লিতে পাচার করে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিল ক্যানিং-এর এক যুবক। মাস দু'য়েক বাদে জনতার হাতে ধরা পড়ে। গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় জনতা।
	একদিন ২৩.৭.১১	**নিখোঁজ তরুণীকে উদ্ধার করে আনল চাইল্ডলাইন:** পাঁচ বছর নিখোঁজ থাকার পর চাইল্ডলাইন-এর উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুরের খেঁজুরি বীরবন্দর গ্রামের ১৭ বছরের মীনাক্ষী মাইতিকে মিরাটের এক যৌনপল্লী থেকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দেয় উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।
সদ্যোজাত উদ্ধার	একদিন ১২.০৬.১১	**সদ্যোজাত উদ্ধার :** মুর্শিদাবাদের খরগ্রাম থানার নগরের মোমিনপাড়ায় এক সদ্যোজাত শিশুকে পুলিশ উদ্ধার করেছে।
নাবালিকা বিবাহ	একদিন ১৬.০৫.১১	**নাবালিকার বিয়ে ঠেকাল পুলিশ:** নদীয়ার নবদ্বীপ ব্লকের চরব্রাহ্মনগর গ্রামের ১৩ বছরের একটি মেয়ের বিয়ে ঠেকাল পুলিশ। মেয়েটির দিদিই পুলিশকে খবর দিয়েছিল। পুলিশ কোন জোর না করে পাত্র ও পাত্রীপক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে বোঝাতে সমর্থ হয় যে কাজটা বে-আইনি। এরা সাবালক-সাবালিকা হলে তবেই ওরা বিয়ে করতে পারবে।
	একদিন ২২.০৬.১১	**নাবালিকার বিয়ে বন্ধ:** উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ ১৫ বছরের এক নাবালিকার বিবাহ বন্ধ করে দেয়।
	আনন্দবাজার ২৯.০৬.১১	**ফের বিয়ে রুখল তিন কন্যা:** প্রতিবাদী মুখের মিছিল দীর্ঘতর হচ্ছে পুরুলিয়ায়। নাবালিকা বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীদের তালিকায় এবার নাম উঠল পুরুলিয়ার লাগদা গ্রামের তিন কন্যা গায়ত্রী রাজোয়াড়, সঙ্গীতা বাউরি, ববি রাজোয়াড়ের। তাদের অভিভাবকেরা বিয়ের তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। কিন্তু আরও পড়তে চেয়ে আপত্তি করে তিন জনই। তা ধোপে না টেকায় প্রতিবাদী হয় তারা। নিজেদের লড়াইয়ে তারা পাশে পায় জাতীয় শিশুশ্রমিক বিদ্যালয়ের (তারা এখানকারই ছাত্রী) শিক্ষক-শিক্ষিকা ও জেলার শ্রমকর্তাকে। শেষ পর্যন্ত তাদেরই জয় হয়েছে।
	আনন্দবাজার ১৮.০৭.১১	**পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে নিজেই বিয়ে রুখল নাবালিকা :** স্বপ্ন শিক্ষিকা হওয়ার। কিন্তু বাড়ির লোক চেয়েছিল ১৪ বছরেই তাকে সংসারী করে দিতে। টানাপোড়েনে জীবন সম্পর্কেই ভরসা চলে যায় নদীয়ার করিমপুরের পূজা মন্ডলের। মরিয়া হয়ে শেষপর্যন্ত সে পালিয়ে যায় করিমপুরেই মাসির বাড়িতে। সেখান থেকেই সে পুলিশের কাছে যায়। পুলিশের চাপেই তার বাড়ির লোকজন হার মেনেছে।
	আনন্দবাজার ২৭.০৭.১১	**কাটোয়ায় নাবালিকার বিয়ে রুখলো প্রশাসন:** বর্ধমানের কাটোয়ার সাহেববাগানের ৮ম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন হচ্ছে উড়ো ফোনে এমন খবর পেয়ে বিয়ে আটকে দেয় পুলিশ-প্রশাসন। মেয়েটির পরিবারকে দিয়ে একটি মুচলেকাও লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ ***অনুদান : ৩ টাকা***